প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২১ ❖ ২৯ জুন - ৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

যিশুর হৃদয় পাপীর আশা ও ভরসা

সাধু পিতর ও কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ

সাঁওতাল বিদ্রোহের তীর্থভূমি ভগনাডিহি এবং অতঃপর

সাফল্য

অবন্তিকা মারীয়া গমেজ মাষ্টার

বাবা মা ও ছোট বোনের সাথে অবন্তিকা

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দয়া ও আশীর্বাদে আমাদের বড় মেয়ে **অবন্তিকা মারীয়া গমেজ মাষ্টার,** গত ডিসেম্বর ২০২৪ এ University of Maryland থেকে Computer Information Science এ বিশেষ কৃতিত্বের সাথে Bachelor's Degree লাভ করে। এ বছর ২০২৫ এ মে মাসে তাকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, নির্ধারিত ৪ বছরের কোর্স সে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে সাড়ে ৩ বছরে সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ 4.0 GPA লাভ করে। অবন্তিকা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের একটি IT Consulting Firm - Accenture - এ কর্মরত। তার স্থায়ী নিবাস ঢাকার মহাখালী খ্রিস্টান পাড়ায়। সে গোল্লা মিশনের কাশিনগর গ্রামের, মাষ্টার বাড়ীর স্বর্গীয় টমাছ ও মারীয়া গমেজ মাষ্টারের বড় নাতনী।

অবন্তিকার স্কুল জীবন শুরু হয় ঢাকার মনিপুরিপাড়াস্থ Bacha English Medium School এ, সেখানে নবম শ্রেণী পাশ করার পর সে স্বপরিবারে যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসে।

আমরা ঈশ্বরের আশিষধন্য এ সন্তানটির জন্য তাঁর প্রশংসা ও ধন্যবাদ করি। অবন্তিকার সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য সকলের আশীর্বাদ কামনা করি।

পরিবারবর্গ
বাবা ও মা : ডেজমন্ড ও পান্না গমেজ মাষ্টার
ছোটবোন : আনিকা
সিলভার স্প্রিং, মেরীল্যান্ড
আমেরিকা।

বিজ্ঞ/১৩৩/২৫

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ২১
২৯ জুন - ৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
১৫ আষাঢ় - ২১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

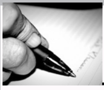

সম্পাদকীয়

যুদ্ধরত বিশ্বের কাছে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের আহ্বান

জুন মাস জুড়েই কাথলিকগণ বিশেষ প্রার্থনাসহ বিভিন্ন ধর্মক্রিয়া সম্পন্ন করার মধ্যদিয়ে যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়ের প্রতি বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। প্রার্থনার সময় তারা প্রায়শই বলে থাকে, হে যিশুর পরম পবিত্র হৃদয়, আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সদৃশ কর। যিশুর হৃদয়ের সদৃশ হয়ে ওঠার আকুতি একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীকে যিশুর মতো হতে সাহায্য করবে। আসলে খ্রিস্টীয় জীবনের কেন্দ্রে রয়েছেন প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যিনি আমাদের কাছে প্রেম, করুণা, বিনয় ও আত্মোৎসর্গের সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। যিশুর পবিত্র হৃদয় সেই অন্তরের প্রতীক যা মানবজাতির প্রতি তাঁর অফুরন্ত প্রেম ও ক্ষমার সাক্ষ্য বহন করে। প্রতি বছর জুন মাসে 'পবিত্র হৃদয়' উৎসব পালিত হয়, যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় তাঁর সেই হৃদয়ের আহ্বান "আমার মতো হও।"

এই আহ্বান কেবল আবেগের বিষয় নয়; কিন্তু একটি আত্মিক আমন্ত্রণ, যেটি আমাদের আহ্বান জানায় আত্মপরিবর্তনের, ক্ষমাশীলতার, আত্মত্যাগের এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের পথে চলার জন্য। যিশুর হৃদয় ছিল এমন এক হৃদয়, যা শত্রুকেও ক্ষমা করেছিল, পাপীকেও কাছে টেনেছিল, দুর্বলদের প্রতি করুণায় পূর্ণ ছিল। আমাদের হৃদয়ও কি এমন কোমল, বিনয়ী ও প্রেমময় হতে পারে না!

পৃথিবীর বর্তমান বাস্তবতায়, যেখানে স্বার্থপরতা, হিংসা ও ঘৃণা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সেখানে যিশুর হৃদয়ের মতো হৃদয় গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আজকের সমাজে একজন খ্রিস্টান যদি সত্যিই যিশুর পবিত্র হৃদয়ের আহ্বানে সাড়া দেয়, তবে সে নিঃসন্দেহে এক আলো হয়ে উঠবে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা অন্ধকারে।

এই পথে হাঁটতে গেলে প্রথমেই দরকার নিজেকে পরিবর্তন করা। প্রার্থনা, সাধনা, এবং আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে আমাদের হৃদয় যেন যিশুর হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে - এটাই এই উৎসবের গভীর তাৎপর্য। পরিবার, সমাজ ও কর্মস্থলে যিশুর মতো মমতাশীল ও ক্ষমাশীল মনোভাব ছড়িয়ে দিলে তবেই আমরা তাঁর প্রকৃত অনুসারী হতে পারব।

পবিত্র হৃদয়ের আহ্বান মানে কেবলমাত্র যিশুকে ভালোবাসা নয়; বরং যিশুর মতো ভালোবাসা। এটি এমন ভালোবাসা যার মধ্যে নেই কোনো অহংকার, নেই প্রতিদান পাওয়ার আশা, কিন্তু আছে শুধু নিঃস্বার্থ দান ও মানবসেবার চেতনা।

নিঃস্বার্থপরতা ও মানবসেবার সেই চেতনার অভাবের কারণেই আজকের বিশ্ব এক গভীর অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক যুদ্ধ, সহিংসতা, ঘৃণা ও প্রতিশোধ মানবতার মূলে আঘাত হানছে। ইউক্রেন থেকে গাজা, সুদান থেকে সিরিয়া- যেখানে চোখ ফেরাই, দেখি বিভাজন, ধ্বংস আর কান্নার ছায়া। এমন সময়েই যিশুর পবিত্র হৃদয় আমাদের কাছে এক অনন্য আহ্বান নিয়ে আসে "প্রেম করো, ক্ষমা করো, শান্তির পথে চলো।"

এই আহ্বান নিছক ধর্মীয় অনুশাসন নয়- কিন্তু মানবতার আহ্বান। যখন শক্তি দিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজা হয়, তখন ফল হয় ধ্বংস। কিন্তু যিশুর পবিত্র হৃদয় আমাদের দেখায়, প্রেম ও আত্মত্যাগের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত বিজয়। এই হৃদয় আমাদের শেখায়, অস্ত্র নয়, দরকার সংলাপ; প্রতিশোধ নয়, চাই ক্ষমা।

বিশ্বনেতা, জাতিসমূহ, এমনকি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের দরজায় এই আহ্বান ধ্বনিত হচ্ছে- আমরা কি তা শুনছি? আমরা কি যিশুর মতো হৃদয় ধারণ করছি, নাকি ঘৃণার পালে হাওয়া দিচ্ছি? যদি পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও আন্তর্জাতিক নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে যিশুর হৃদয়ের প্রেম, সহানুভূতি ও সংলাপের চেতনা প্রতিফলিত হয়, তবে হয়তো আমরা এমন এক বিশ্ব গড়তে পারবো, যেখানে যুদ্ধের নয়, প্রেমের জয়গান হবে।

এই যুদ্ধরত সময়ের মাঝেও আশার প্রদীপ জ্বালায় যিশুর পবিত্র হৃদয় ও তাঁর প্রতি ভক্তের ভক্তি-বিশ্বাস। আমাদেরও দায়িত্ব সেই আলোকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া।

আসুন, এই যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশ্বে আমরা যিশুর হৃদয়ের প্রেমের ছাপ এঁকে যাই। মানবতা জাগুক, শান্তি আসুক। †

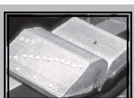

স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি আমি তোমাকে দেব : পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে, স্বর্গে তা মুক্ত হবে।' (মথি ১৬:১৯)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

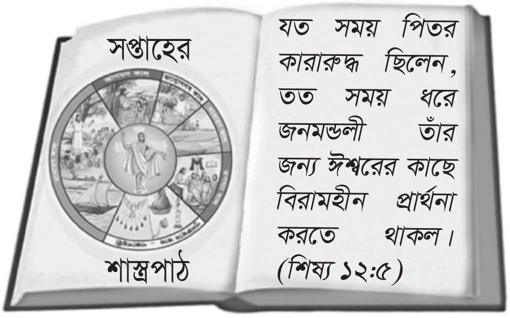

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৯ জুন - ০৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

২৯ জুন, রবিবার

সাধু পিতর ও পল, প্রেরিতদূতগণ, *মহাপর্ব*
শিষ্য ১২: ১-১১, সাম ৩৪: ১-৮, ২ তিম ৪: ৬-৮, ১৭-১৮, মথি ১৬: ১৩-১৯

৩০ জুন, সোমবার

পুণ্য রোমীয় মণ্ডলীর প্রথম সাক্ষ্যমরগণ
আদি ১৮: ১৬-৩৩, সাম ১০৩: ১-২, ৩-৪, ৮-৯, ১০-১১, মথি ৮: ১৮-২২

০১ জুলাই, মঙ্গলবার

সাধারণকালের ১৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
আদি ১৯: ১৫-২৯, সাম ২৬: ২-৩, ৯-১২, মথি ৮: ২৩-২৭

০২ জুলাই, বুধবার

সাধারণকালের ১৩শ সপ্তাহ *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
আদি ২১: ৫, ৮-২০, সাম ৩৪: ৬-৭, ৯-১১, ২২, মথি ৮: ২৮-৩৪

০৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার

প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব *(প্রাহঃ প্রাঃ সঃ-১)*
এফে ২: ১৯-২২, সাম ১১৭: ১-২, যোহন ২০: ২৪-২৯

০৪ জুলাই, শুক্রবার

পর্তুগালের সাধ্বী এলিজাবেথ
আদি ২৩: ১-৪, ১৯; ২৪: ১-৮, ৬২-৬৭, সাম ১০৬: ১-৫, মথি ৯: ৯-১৩

০৫ জুলাই, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে, সাধু আন্তনী জাখারিয়া, *যাজক*
আদি ২৭: ১-৫, ১৫-২৯, সাম ১৩৫: ১-৬, মথি ৯: ১৪-১৭

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৯ জুন, রবিবার

+ ২০১৭ সি. গোলাপী টপ্পো, পিমে

৩০ জুন, সোমবার

+ ১৯৮৯ মাদার বন পান্তর, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০২ ফা. ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
+ ২০১৮ সি. মেরী ম্যাগডেলিন, পিসিপিএ

০১ জুলাই, মঙ্গলবার

+ ২০০৭ ফা. ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

০৩ জুলাই, বৃহস্পতিবার

+ ১৯২৮ সি. এম. এডলফিন ডুগ্যান, সিএসসি
+ ১৯৭২ ফা. সাইমন থেটা (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ সি. ক্যাথেরিন, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৩ ব্রা. দানিয়েল রোজারিও, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২১ ফা. আদলফো লিম্পেরিও, পিমে (দিনাজ)

০৪ জুলাই, শুক্রবার

+ ১৯৯৭ ফা. ইতালো গাউদেন্সি, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০১ ফা. রিনালদো নাভা, এসএক্স (খুলনা)
+ ২০১০ ব্রা. কেভিন আন্তনী টুডু, টিওআর (দিনাজপুর)

ঈশ্বরের পরিত্রাণ: বিধান ও অনুগ্রহ

১৯৬৮ সুসমাচারের বিধান প্রাক্তন বিধানের *আজ্ঞাসমূহকে পূর্ণতা দান করে*। পর্বতের উপরে প্রভুর উপদেশ, প্রাক্তন বিধানের নৈতিক আজ্ঞাগুলোকে বাতিল করা বা মূল্য হ্রাস করা তো দূরের কথা, বরং আজ্ঞাগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত সম্ভাবনার বন্ধন খুলে দেয় এবং তাদের থেকে আসা নতুন দাবীগুলো তুলে ধরে; এই বিধান সামগ্রিকভাবে তাদের ঐশ্বরিক ও মানবীয় সত্য প্রকাশ করে। এটি বাহ্যিক কোন নতুন বিধিনিয়ম *সংযোজন* করে না, বরং হৃদয়ের রূপান্তরের উদ্দেশে অগ্রসর হয়, যে হৃদয় মানব-ক্রিয়াসমূহের ভিত্তি, যেখানে মানুষ পবিত্র ও অপবিত্রকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেখানে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম ও তাদের সঙ্গে অন্যান্য সদ্গুণগুলোর সাধনা হয়। এভাবে সুসমাচার বিধানকে পূর্ণতা দান করে স্বর্গীয় পিতার পূর্ণতা অনুসরণের মাধ্যমে, শত্রুদের ক্ষমার মাধ্যমে ও নির্যাতনকারীদের জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে, ঐশ-উদারতার সমকক্ষ হওয়ার প্রচেষ্টায়।

১৯৬৯ নব বিধান *ধর্মের সৎকর্মগুলোর অনুশীলন করে:* ভিক্ষাদান, প্রার্থনা ও উপবাস প্রভৃতি সেই পিতার উদ্দেশে নিবেদিত করে "যিনি গোপনে সব কিছু দেখেন, "যার বিপরীত "লোক দেখানোর" বাসনা না করা। এই বিধানের প্রার্থনাটি হচ্ছে "হে আমাদের পিতা"।

১৯৭০ সুসমাচারের বিধান আমাদের নিকট "দু'টি পথের" মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং প্রভুর বাক্যগুলো কাজে পরিণত করা দাবী করে। এর সংক্ষিপ্তসার পাওয়া যায় *সুবর্ণ নীতির* মধ্যে: "তোমাদের লোকদের কাছ থেকে যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তোমারও তাদের প্রতি সেইমত ব্যবহার কর, কেননা এই তো বিধান-পুস্তক ও নবী-পুস্তকের সারকথা।

সুসমাচারের পুরো বিধানই যীশুর *"নতুন আদেশের"* অন্তর্ভুক্ত, তিনি যেমন আমাদের ভালবাসেন ঠিক তেমনি একে অপরকে ভালবাসা।

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

০৩ জুলাই, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুলাই তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তাঁর সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

শোক সংবাদ

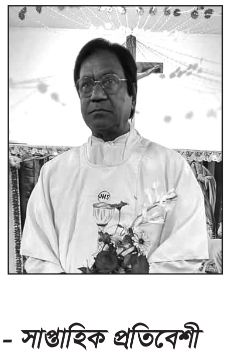

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রাক্তন পরিচালক ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র নিয়মিত লেখক ফাদার সুনীল দানিয়েল রোজারিও'র মৃত্যুতে 'খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র' ও 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা গভীরভাবে শোকাহত। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করছি। করুণাময় ঈশ্বর তাঁকে চিরশান্তি দান করুন।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি

সাধারণকালের ১৩শ রবিবার

১ম পাঠ : শিষ্যচরিত ১২: ১-১১

২য় পাঠ : ২ তিমথি ৪:৬-৮, ১৭-১৮

মঙ্গলসমাচার : মথি ১৬:১৩-১৯

প্রেরিতশিষ্য সাধু পিতর এবং পলের মহাপর্ব

আজ ২৯ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ এবং সাধারণকালের ১৩শ রবিবার খ্রিস্টমণ্ডলী আশার তীর্থযাত্রায় বিশ্বাসের দুই মহান প্রেরিতশিষ্য পিতর ও পলের মহাপর্ব এবং তাদের পবিত্র জীবন মর্যাদার সাথে উদযাপন করছে। পটভূমি, জীবনাচরণ এবং প্রেরণকর্ম খুব বেশি আলাদা হলেও তারা উদ্দেশ্যগত, আবেগগত এবং খ্রিস্টের শহীদ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন। তারা হলেন মণ্ডলীর এক একটি সুদৃঢ়, অটল ভিত্তি। সাধু পিতর বারজন প্রেরিতশিষ্যের একজন যিনি সেই পাথর যার উপর খ্রিস্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাধু পল জীবনাচরণ খ্রিস্টের অনুগ্রহে রূপান্তরিত হয়ে প্রেরিতশিষ্য হয়ে উঠেছেন, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমী বাণীপ্রচারক যিনি সকলজাতির নিকট সুসমাচার প্রচার করেছেন। একই দিনে একই সাথে তাদের মহাপর্ব উদযাপন করা হয় কারণ ইতিহাস মতে সম্রাট নিরোর নির্দেশে একই দিনে পিতরকে মৃত্যুদণ্ড (৬৪ খ্রিস্টবর্ষ) এবং পলকে শিরচ্ছেদ (৬৭ খ্রিস্টবর্ষ) ক'রে রোম শহরে সমাহিত করেছে ফলে শহরটি পবিত্র হয়েছে। পুণ্যদিনে তাদের জীবনের আলোকে আমাদের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের নিরিখে নিজেরা আত্মিকভাবে পরিপুষ্ট হতে দু'একটা দিক অনুধাবন ও অনুধ্যান করতে পারি।

১. সাধু পিতর: বিশ্বাস এবং নেতৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তর

পিতর ছিলেন একজন পেশাজীবী জেলে, সরল, কর্মঠ এবং উদ্যমী। বিশ্বাসসহ তিনিই জলের উপর দিয়ে হেঁটেছেন আবার ভয়ে ডুবেও গিয়েছেন; যিনি যিশুকে খ্রিস্ট হিসাবে ঘোষণা করেছেন আবার তাঁকে ক্রুশবহন থেকে বিরত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যিশুকে তিনবার অস্বীকার করেছেন, তবুও যিশু তাকে তিনবার জিজ্ঞাসা করেছেন, "তুমি কি আমাকে ভালোবাসো?" পিতরের যাত্রা নিখুঁত ছিল না, তবে তীর্থযাত্রায় তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন। যিশু তাকে বলেছেন, "পাথরের ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব।" যিশু তাকে বেছে নেননি কারণ তিনি ক্রুটিহীন ছিলেন, বরং তিনি বিশ্বাস ও আশায় বেড়ে উঠতে, অনুতপ্ত হতে এবং নম্রতার সাথে নেতৃত্ব দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। পিতর আমাদের উজ্জীবিত করেন দুর্বলতা সত্ত্বেও; মণ্ডলীতে নেতৃত্ব ক্ষমতার বিষয় নয় বরং সেবা, খ্রিস্টের উপর আস্থা এবং প্রেমের বিষয়। তাই 'অপশক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না' এবং সাধু পিতরের সকল উত্তরসূরী পোপ মহোদয়গণও সেই একই ক্ষমতার অধিকারী।

২. সাধু পল: সকলজাতির মাঝে প্রেরিতশিষ্য

সাধু পল সৌল হিসেবে খ্রিস্ট বিরোধী যাত্রা করেন, খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নিপীড়ক ছিলেন। কিন্তু দামাস্কের পথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সাথে তার স্বর্গীয় অনুগ্রহের সাক্ষাৎ তার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তর করে দেয়। তিনি মণ্ডলীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক হয়ে ওঠেন, এমন সব ধর্মীয়পত্র লিখেছেন যা আজও আমাদের আশার তীর্থ যাত্রাপথে আলো ও প্রেরণা। পল আমাদের মনে করিয়ে দেন যে কেউই ঈশ্বরের অনুগ্রহের বাইরে নয়। খ্রিস্টের সাথে একটিবার সাক্ষাৎ, সত্যিকারের মনপরিবর্তন, গোটা জীবনকে রূপান্তরিত করে আমাদের হৃদয়, আমাদের প্রেরণকর্ম, এমনকি আমাদের পরিচয়ও।

৩. বহুবিধের মাঝে একতা

পিতর এবং পল প্রায়শই কিছু কিছু বিষয়ে মতবিরোধ ছিল, এমনকি ন্যায়সঙ্গত দ্বন্দ্বও ছিল যেমন গালাতীয়দের নিকট ধর্মপত্রে ২ অধ্যায় আন্তিয়োকে পরস্পর বিরোধী মতামত উত্থাপন। কিন্তু যা তাদের বিভক্তির চেয়ে বরং ঐক্যবদ্ধ করেছে: খ্রিস্টের প্রতি তাদের ভালোবাসা এবং সুসমাচারের প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রকাশ পেয়েছে। তারা উভয়েই রোমে শহীদ হয়েছিলেন, তারা যে সত্য প্রচার করেছিলেন তার সাক্ষী হিসেবে রয়ে গেলেন। বিভেদের যুগে, তারা আমাদের মনে করিয়ে দেন যে মণ্ডলী অভিন্নতা বা একরূপতার উপর নয়, বরং খ্রিস্টের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। আমরা সকলেই একই দেহের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, এবং আমাদের একে অপরকে প্রয়োজন। ফলে খ্রিস্টমণ্ডলী বিনাশের অতীত এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মচ্যুতিরও অতীত।

৪. আজ আমাদের আহ্বান

আজ আমাদের নিজেদেরকে পিতর এবং পলের মতো হতে আহ্বান করা হচ্ছে। পিতরের মতো, যখন আমরা পড়ে যাই তখন অনুতপ্ত হই এবং আবার খ্রিস্টের প্রেম ও বিশ্বাসের পরিপুষ্ট হয়ে নেতৃত্ব দিই। পলের মতো, যখন মনপরিবর্তন করি তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের রূপান্তরিত করতে এবং সাহসের সাথে সুসমাচার প্রচার করতে উজ্জীবিত করে। তারা আমাদের মনে করিয়ে দেয়- পবিত্রতা পরিপূর্ণতা নয়, বরং বিশ্বস্ততা। আজ সাধু পিতর ও সাধু পল ঐশ অনুগ্রহের মাধ্যমে, কষ্টভোগের মাধ্যমে এবং অবিরত খ্রিস্টকে 'হ্যাঁ' বলার মাধ্যমে নিজেদের সাধু হিসেবে মণ্ডলীর মাঝে সাক্ষ্য হয়ে আমাদের পরিচালিত করছেন এবং অবিরত করবেন।

আসুন, আমরা সাধু পিতর এবং পলকে মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করতে অনুনয় করি, যাতে আমরা সুসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ত, প্রেরণকর্মে ঐক্যবদ্ধ এবং সাক্ষ্যবহনে সাহসী হতে পারি। আমরাও যেন দিনে দিনে মণ্ডলীর 'জীবন্ত সুদৃঢ় প্রস্তর', বিশ্বাসে অটল, সেবাকাজে সাহসী এবং সর্বদা খ্রিস্টে সুরক্ষিত প্রথিত হয়ে উঠি। আমেন।

যিশুর হৃদয় পাপীর আশা ও ভরসা

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

যিশুর অমৃত বাণী

যিশু বলেন: তোমরা, শ্রান্ত যারা, বোঝার ভারে ক্লান্ত যারা, তোমরা সকলেই আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্রাম দেবো। তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র-হৃদয়ের আমি। তাতে পাবে তোমরা প্রাণের আরাম *(মথি ১১:২৮-২৯)*।" ভালোবাসায় পরিপূর্ণ যিশু হৃদয়-এক জীবন্ত ও জ্বলন্ত প্রেম-ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। এই ভালোবাসা প্রাণকে সিক্ত করে, শুষ্ক মরু হৃদয় যিশুর অগাধ প্রেম ও ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে ফুলে ফলে ভরে ওঠে। আহা! কী আনন্দ। এই প্রেমের যে পেয়েছে সন্ধান, এই প্রেমের হৃদয়ে যে পেয়েছে স্থান, ধন্য সেই ব্যক্তি - চির ধন্য তার জীবন।

যিশু হৃদয়ের রাজত্ব মানুষের হৃদয়ের মণিকোঠায়

ফ্রান্সের সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকোকের কাছে দর্শন দানের সময় যিশু তাঁর হৃদয়ের গভীর আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন: "আমি আমার হৃদয় দ্বারা রাজত্ব করার ইচ্ছা করি.. (ভক্তিপুষ্প, পৃ:১০১)।" মানুষ থেকে দূরে থাকার মধ্যে নয়, বরং মানুষের একান্ত কাছে, মানুষের হৃদয় গভীরে বাস করার মধ্যেই যিশুর প্রকৃত আনন্দ। কেননা, যিশু বেশ ভাল ভাবেই জানেন যে, প্রেমের গভীরতা প্রেমের মানুষটিকে একান্ত কাছে টানে; দূরত্ব প্রেমের বাধনকে দুর্বল করে দেয়, কখনো কখনো প্রেমের মানুষটি চির তরে হারিয়ে যায়। তাই যিশু প্রত্যেক মানুষকে তাঁর অপার প্রেম দিয়ে তাঁর হৃদয়ে সবাইকে বেঁধে রাখতে চান; কাউকেই তিনি হারাতে চান না - এমন কি, অধম পাপীকেও তিনি হারাতে চান না। কেননা, সবাই যে তাঁরই প্রিয় সৃষ্টি। তাই তো পবিত্র শাস্ত্রে বলা হয়েছে: "ঐ দেখ, মানুষদের মাঝখানে পরমেশ্বরের আবাস! তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন; তারা হবে তাঁর আপন জাতি। স্বয়ং পরমেশ্বর তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন; তিনি হবেন তাদের আপন ঈশ্বর *(প্রত্যাদেশ ২১:৩)*।"

যিশু হৃদয় পাপীকে কাছে টেনে নেয়

পাপীদের কাছে যিশুর মহামুক্তি ও আনন্দের সুসংবাদ ঘোষণা করেন: "আমি ধার্মিকদের জন্যে নয়, বরং পাপীদের জন্যে এসেছি *(মথি ৯:১৩)*।" যিশু হৃদয়ের এই অমৃত সুধাসম বাণী পাপীদের জন্যে বড় একটি আশা, ভরসা ও আনন্দ। আমরা পাপী মানুষ আমাদের অন্তর গভীরে এই নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে আনন্দ করতে পারি যে, আমি তুচ্ছ অতি নগন্য অধম পাপী হলেও আমি পরিত্যক্ত নই; আমি মানুষের কাছে আমার পাপের কারণে মানুষের বিচার-সভায় চরম শাস্তিযোগ্য ও পদদলিত হওয়ার যোগ্য হলেও যিশুর হৃদয়ের গভীর ভালোবাসার কারণে আমার জন্যে রয়েছে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান: আমি ঈশ্বরের সন্তান, আমি তাঁর চোখে মহামূল্যবান; কেননা আমাকে তিনি তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট করেছেন।

পাপীদের প্রতি যিশু হৃদয়ের আহ্বান: "তোমরা মন ফেরাও"

অনুতপ্ত হৃদয় ঈশ্বরের হৃদয়কে নরম করে তোলে; অনুতপ্ত হৃদয়ের মানুষ ঈশ্বরের ক্ষমা লাভ করে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে ধন্য হয়। এটিই পাপীর মুক্তির প্রথম ও প্রধান পথ। এই অনুতাপই স্বর্গের ঈশ্বরকে পাপীর কাছে টেনে আনে; এই অনুতাপই পাপীকে ঈশ্বরের হৃদয়ে স্থান করে দেয়। কেননা, মহাপ্রেমী ঈশ্বর পাপীকে তার পাপের জন্যে শাস্তি দিয়ে কোন আনন্দ পান না; বলিদানের চেয়ে তিনি পাপীর মন পরিবর্তনে এবং তাকে কলঙ্কমুক্ত করে নতুন জীবন দানে। "কোন আনন্দ পাও না কো তুমি কারও বলিনিবেদনে; পূর্ণাহুতি দিতাম যদি, তাও তো গ্রহণ করতেই না কো তুমি! ভগ্ন হৃদয়; এ-ই সেই গ্রহণীয় বলিদান, ওগো ঈশ্বর, তোমার চরণতলে; ভগ্ন দীন প্রাণ, ওগো ঈশ্বর, তুমি উপেক্ষা কর না তো কোনদিন *(সাম ৫১:১৬-১৭)*।"

যিশু হৃদয় পাপীদের আশ্রয়

"যীশু ডাকেন তোমায়--।" ওরে পাপী, আয়রে ছুটে আয়, তোর আর নাই ভয় নাই। তাই তো অগণিত পাপী পাপ থেকে মন ফিরিয়ে যিশু, তথা ঈশ্বরের হৃদয়ে আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছে। এমন কি, মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে এসে পাপ থেকে মন ফিরিয়ে নতুন জীবন পেয়ে স্বর্গের অনন্ত জীবনে প্রবেশ করেছে। কালভেরী পর্বতে যিশুর সাথে ক্রুশে ঝুলন্ত দস্যুদের একজন অনুতাপী দস্যু হলো যিশুর সাথে প্রথম স্বর্গবাসী। আহা! কত যে সৌভাগ্য তার - আর তা সম্ভব হয়েছে তার অতীতের সমস্ত পাপের জন্যে অনুতাপের কারণে। আরেক অনুতাপী পাপী, মারীয়া মাগদালেনা, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার পাওনা মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়ে যিশুর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হওয়ার পরম সৌভাগ্য লাভ করে চির ধন্য হয়েছে। যিশুর প্রেমের হৃদয়ে আরো কত অনুতাপী পাপী স্থান লাভ করে ধন্য হয়েছে: সমরীয় নারী, সক্কেয় আরো কত শত, কত অগণিত। এছাড়াও কত মানুষ কত ভাবে যিশু হৃদয়ের গভীর ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে: অসুস্থ, পতিতা, চরম ঘৃণ্য কুষ্ঠরোগী, একমাত্র পুত্রহারা বিধবা মা, ক্ষুধার্ত মানুষ ইত্যাদি আরো কত জন।

যিশু শ্রেষ্ঠ দয়ালু সমরীয়

যিশু তাঁর অপরিমেয় প্রেম ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি ও ক্ষমাশীল হৃদয় নিয়ে আহত ক্ষতবিক্ষত পাপীদের পাশে এসে দাঁড়ান। এই হৃদয় ধ্বনিত হয় স্বর্গীয় প্রেমের বাণী: "আমার কাছে ফিরে এসো এবং জীবন লাভ কর *(ইসাইয় ৪৫:২২)*"। "আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই পায় *(যোহন ১০:১০)*।" যিশু পাপীর ধ্বংস চান না, কেননা, পাপীকে তার পাপের জন্যে শাস্তি দিয়ে নরকে পাঠিয়ে তিনি কোন আনন্দ পান না; বরং তিনি চান যে, পাপী পাপ থেকে ফিরে আসুক এবং বেঁচে থাকুক। তাই তো যিশুর হৃদয় মানুষের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছে: "তোমরা মন ফেরাও: স্বর্গরাজ্য এখন খুব কাছেই *(মথি ৪:১৭)*।"

তুমি কি আমাকে ভালোবাস?

মানুষের প্রতি, বিশেষভাবে, দুর্বল পাপী মানুষের প্রতি যিশুর হৃদয় প্রেম, দয়া, স্নেহ ও ক্ষমায় পরিপূর্ণ। কিন্তু সেই মহাপ্রেমী যিশু তৃষ্ণার্ত - আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা পাবার জন্যে দারুণভাবে তৃষ্ণার্ত। তাই তিনি জীবনকালে যেমন মানুষের দারে দারে ঘুরেছেন সেই তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে, কাউকে কাউকে প্রকাশ্যে বলেছেন: আমাকে তোমার (হৃদয়) বাড়িতে থাকতে হবে *(দ্র: লূক ১৯:৫)*; আমাকে তোমার হৃদয় কলসীর জল পান করতে দাও তো *(দ্র: যোহন ৪:৭)*। আমাদের ভালোবাসার জন্যে একান্ত কাতর যিশু হৃদয় ক্রুশের উপর চরম কষ্ট-যন্ত্রণার মুহূর্তেও তিনি বলেছেন: "আমি তৃষ্ণার্ত" *(যোহন ১৯:২৮)* সেই তৃষ্ণার্ত যিশু আমাদের প্রত্যেকের হৃদয় দারে করাঘাত করে বলে চলেছেন: তুমি কি আমাকে ভালোবাস?" *(যোহন ২১:১৫, ১৬, ১৭)*। আসুন, সাধু পিতরের মত আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে যিশুকে বার বার বলি: যিশু, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

বাকি অংশ ১০ পৃষ্ঠায় দেখুন...

সাধু পিতর ও কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ

ফাদার দিলীপ এস কস্তা

১. খ্রিস্টমণ্ডলী কাথলিক

যিশুখ্রিস্ট কর্তৃক খ্রিস্টমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত। যিশু পিতরকে দায়িত্ব অর্পণ করে বলেন, "আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো "পিতর" [অর্থাৎ পাথর] আর এই পাথরেরই ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব। মৃত্যুলোকের শক্তি তাকে কোনদিন পরাভূত করতে পারবে না। আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা-কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে তুমি যা-কিছু বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়াই হবে" *(মথি ১৬:১৮-১৯)*। পিতর হলেন যিশুখ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি বা উত্তরসুরী যার দ্বারা খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালিত। আন্তিয়োখ নগরের বিশপ ও ধর্মশহীদ সাধু ইগ্নাসিউস প্রথম কাথ লিক শব্দটি ব্যবহার করেন ১০৭ খ্রিস্টাব্দে। কাথলিক শব্দটি গ্রিক এবং শব্দটির অর্থ হলো সার্বজনীন। যুগ যুগ ধরে পোপদের নেতৃত্বে কাথলিক মণ্ডলী পরিচালিত হচ্ছে। তাই বলা হয়, 'যেখানে পিতর সেখানেই খ্রিস্টমণ্ডলী'। দীক্ষার গুণে আমরা খ্রিস্টান ও খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসাবে পুণ্যপিতা পোপের নেতৃত্বে খ্রিস্টীয় জীবন যাপন করতে আহূত। কাথলিক মণ্ডলীর অন্যতম বাস্তবতা হলো পোপ এবং দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্র পুণ্যপিতা পোপের প্রতি প্রতিটি খ্রিস্টভক্ত আনুগত্য স্বীকার করে। পুণ্যপিতা পোপ বিশ্বের ১৪০ কোটি মানুষের আধ্যাত্মিক গুরু, পিতা, অভিভাবক এবং পরিচালক। তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলী।

০২. সাধু পিতরের পরিচয়

সাধু পিতরের জন্ম হয় প্যালেস্টাইনের বেথসাইদায়। তার নাম শিমন এবং পেশায় ছিলেন একজন জেলে। যিশু সরাসরি তাকে আহ্বান করেন এবং তার নাম দেন 'কেফাস'। কেফাস শব্দটির অর্থ হলো পাথর অর্থাৎ পিতর। তিনি এ পিতরকে মণ্ডলীর পরিচালনা দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন তবে পরিবারে বিষয়ে কোন তথ্য জানা যায় না। এশিয়া মাইনর খ্রিস্টানদের তিনি দু'টি সর্বজনীন পত্র লেখেন। প্রথম পোপ হিসেবে রোম নগরীতে ৬৫ খ্রিস্টাব্দে ক্রুশবিদ্ধ শহীদ মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে তার কবরের উপর সাধু পিতরের মহামন্দির নির্মাণ করা হয়। তিনি রোমের প্রতিপালক এবং সাধু পলের সাথে ২৯ জুন পর্ব পালন করা হয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের জনক সিজারিয়ার বিশপ ইউসেবিউস এর (২৬৩-৩৪০) লেখায় পাওয়া যায়, "প্রেরিতদূতগণ ও আমাদের মুক্তিদাতার শিষ্যগণ মনুষ্য অধ্যুষিত সমগ্র জগতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী থোমাকে পার্থিয়ানদের দেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল (মথি পেয়েছিলেন ইথিওপিয়া, বার্থলমেয় পেয়েছিলেন উত্তর ভারতের দায়িত্ব), আন্দ্রিয় সিথিয়ার, যোহন পেয়েছিলেন এশিয়ার দায়িত্ব যেখানে তিনি বাস করতেন এবং এফেসাসে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পিতর বোধ হয় পন্তুস, গালাতিয়া, বিথিনিয়া, কাপ্পাডতিয়া ও এশিয়া অঞ্চলের প্রবাসী ইহুদীদের নিকটে প্রচার করেছিলেন। শেষে মাটির দিকে মাথা দিয়ে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এভাবেই কষ্টভোগ ক'রে তিনি মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। পলের সম্বন্ধে আমাদের কি-ইবা বলার আছে" *(উৎস: মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি, পৃষ্ঠা ১২)*।

মঙ্গলবার্তার পাদটীকার বর্ণনা অনুসারে সাধু পিতরের পরিচয় হলো: "পিতর" দ্র: যোহন ১:৪২; মার্ক ৩:১৬ এখানে পিতরকে নতুন নাম দেওয়ার কারণে যিশু নিজেই বলে দিয়েছেন। পিতরকে তিনি আরামীয় ভাষায় বলেছেন,"তুমি তো কেফা আর এই কেফারই ওপরে আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব"। কেফা বলতে এক অখণ্ড পাথরের ঢিলা বোঝায়। যিশুর এই প্রতিশ্রুতির অর্থ, তিনি পিতরকে করে তুলবেন তাঁর ভাবী মণ্ডলীর সুদৃঢ় অটল ভিত্তি। "মণ্ডলী" অর্থাৎ ঈশ্বর মনোনীত সেই সব মানুষেরই ধর্মনায়ক হিসাবে বেছে নিয়েছেন সিয়োন পিতরকে। "মৃত্যুলোকের শক্তি" অক্ষরিক অনুবাদ: "অধোলোকের দ্বারগুলিঃ অর্থাৎ এখানে "নরকের দ্বারগুলি"। মৃত্যুলোক বলতে এখানে সেই আধ্যাত্মিক মৃত্যুলোকই বোঝায়, মানবশত্রু শয়তানই যার মহাকর্তা। আর "দ্বারগুলি" সেই মৃত্যুরাজ্যের যত অপশক্তিকেই বোঝায়। "পরাভূত করতে পারবে না": খ্রিস্টমণ্ডলী বিনাশের অতীত এবং সামগ্রিকভাবে ধর্মচ্যুতিরও অতীত"। *উৎস: মঙ্গলবার্তা, পৃষ্ঠা, ৫৪*

মঙ্গলবার্তা পাদটীকায় আরো বলা হয়েছে, "যিনি সেই পরম "গৃহস্বামী" *(মথি ১০:২৫;২৫: ১৪)*, তিনি যাবার আগে তাঁর নিজের কর্তৃত্বের প্রতীকই চাবিকাঠি তাঁর একজন প্রত্যক্ষ প্রতিনিধির হাতে তুলে দেবেন। অর্থাৎ, পরে যিশুর অবর্তমানে পিতরকেই যিশুর নামে সমগ্র মণ্ডলীর পরিচালনা করতে হবে। মুক্তিদাতা হিসাবে যিশুর এই যে অনন্য অধিকার আছে *(ইসাইয়া ২২:২২; প্রত্যাদেশ ৩:৭)*, যিশুর মনোনীত "গৃহপ্রধান" হিসাবে পিতরকেই সেই অধিকার যিশুর ইচ্ছামতো প্রয়োগ করতে হবে। "বেঁধে রাখার ও বাঁধন খুলে দেওয়ার ক্ষমতা": খ্রিস্টীয় ধর্মসত্য ও ধর্মনীতির ব্যাপারে পিতরের হাতে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার অধিকার এবং অবশ্য পালনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার। তিনি সমগ্র মণ্ডলীর জন্যে প্রয়োজনীয় ধর্মবিধি জারি করতে পারবেন আর ধর্মীয় ক্ষেত্রে অপরাধীদের তিনি দণ্ডও দিতে পারবেন, ক্ষমাও করতে পারবেন। মনে রাখা দরকার, যিশু তাঁর এই বিষয়ে একমত যে, খ্রিস্টমণ্ডলীতে যিশুর এই বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করার যে অধিকার পিতরের সমস্ত উত্তরসূরীও (অর্থাৎ পোপ পদে সমাসীন হন যাঁরা, তাঁরা সবাই) সেই একই ক্ষমতার অধিকারী। মণ্ডলীর ঐক্য বজায় রাখার জন্যে সেই প্রত্যক্ষ "ভিত্তি" এবং প্রত্যক্ষ "মেষপালক" *(যোহন ২১:১৫-১৭)* স্থায়ী থাকাই প্রয়োজন"। *উৎস: মঙ্গলবার্তা, পৃষ্টা, ৫৪, ৫৫*

০৩. পবিত্র বাইবেলে সাধু পিতরের উপস্থিতি

প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে সাধু পিতর হলেন সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। পবিত্র বাইবেলে যিশুর সান্নিধ্যে থেকে তিনি যিশুকে ঈশ্বর পুত্র বলে স্বীকৃতি দেন। "নতুন নিয়মের রচনাসমূহে যিশুর পর পিতর হলেন সর্বাধিক পরিচিত এবং সবচেয়ে বেশী উল্লেখ করা ব্যক্তি: পেত্রোশ বা "প্রস্তর" ডাকনাম তাকে ১৫৪ বার উল্লেখ করা হয়েছে, যে নামটি হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে যিশুর দেয়া আরামাইক নাম "কেফাস' এর গ্রীক অনুবাদ। কেফাস নামের সন্ধান পাওয়া যায় ৯ বার, বিশেষ করে পলের পত্রসমূহে; বারে বারে ব্যবহৃত নাম সিমোন (৭৫) নামটিও এর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে; এটা হচ্ছে হিব্রু নাম সিমিয়োনের গ্রীক রূপান্তর *(২ বার: প্রেরিত ১৫: ১৪; ২ পিতর ১:১)* আর বললেন, "তো তুমিই হলে যোহনের ছেলে সিমোন? তুমি কেফাস নামে অভিহিত হবে' যার অর্থ পিতর" *(যোহন ১:৪২)*। *উৎস: সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূত ও তাদের সহযোগীবৃন্দ, পৃষ্ঠা, ৩২*

সাধু পিতরের বিষয়ে বাইবেলের বর্ণনা হলো, "বাস্তবিক অনেক চিহ্নই প্রৈরিতিক পরিষদের মধ্যে পিতরকে বিশেষ প্রাধান্য দেয়ার খ্রিস্টের ইচ্ছাকে ইঙ্গিত করে। কাফার্নাউমে গুরু পিতরের বাড়ীতে প্রবেশ করেন *(দ্র: মার্ক ১:২৯)*; গেনোসারেত হ্রদের তীরে ভীড়ের চাপে বেড়ে গেল, সেখানে দু'টি নৌকা ভিড়ানো দেখে যিশু সিমোনের নৌকাই বেছে নেন *(দ্র: লুক ৫:৩)*; কোন বিশেষ ঘটনায়

যিশু যখন শুধুমাত্র তিনজন শিষ্যকে তাঁর সঙ্গে রাখেন, তখন এই দলের মধ্যে পিতরের নাম সব সময়েই প্রথমে লিপিবদ্ধ করা হয়: যেমন জাইরাসের মেয়েকে পুনর্জীবন দানের সময়ে *(দ্র: মথি ৫:৩৭; লুক ৮:৫১)*, দিব্য রূপান্তরের সময়ে *(দ্র: মার্ক ৯:২; মথি ১৭:১; লুক ৯:২৮)* এবং গেৎশিমানী বাগানে মর্মবেদনার সময়ে *(দ্র: মার্ক ১৪:৩৩; মথি ২৬: ৩৭)*। আবার, মন্দিরে করগ্রাহকরা পিতর ও গুরুকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন, যিনি শুধুমাত্র তাঁর নিজের ও পিতরের কর পরিশোধ করেন *(দ্র: মথি ১৭:২৪-২৭)*। শেষ ভোজের সময়ে পিতরের পা দুটোই যিশু প্রথমে ধৌত করেন *(দ্র: যোহন ১৩:৬)*, এবং শুধুমাত্র পিতরের জন্যই তিনি প্রার্থনা করেন যেন তার বিশ্বাস ভেঙ্গে না পড়ে, যাতে তিনি অন্যান্য শিষ্যদের বিশ্বাস সবল করতে পারেন *(দ্র: লুক ২২:৩০-৩১)*। তার বিশ্বাসের স্বীকারোক্তিও সমানভাবে চূড়ান্ত, যা তিনি আবারও ১২ জনের হয়ে সিজারিয়া ফিলিপ্পীর কাছে এসে করেছিলেন। "আমি কে, এই বিষয়ে তোমরা কী বল?" যিশুর এই প্রশ্নে পিতর উত্তর দিয়েছিল: "আপনি তো স্বয়ং খ্রিস্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র" *(মথি ১৬:১৫-১৬)*। এর প্রত্যুত্তরে যিশুর মহান ঘোষণা মণ্ডলীতে পিতরের ভূমিকা একবার ও চিরকালের মতো নির্ধারণ করে দিয়েছে: "আর আমি তোমাকে বলছি, তুমি তো পিতর, আর এই পাথরের ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব আমি স্বর্গরাজ্যের চাবিকাঠি তোমারই হাতে তুলে দেব; পৃথিবীতে তুমি যা কিছু বেঁধে রাখবে, স্বর্গেও তা বেঁধে রাখা হবে; আর পৃথিবীতে তুমি যা কিছুর বাঁধন খুলে দেবে, স্বর্গেও তার বাঁধন খুলে দেওয়াই হবে *(মথি ১৬:১৮-১৯")*। *উৎস: সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূত ও তাদের সহোযোগীবৃন্দ, পৃষ্ঠা, ৪১*

➢ যিশুর পুনরুত্থানের পর সাধু পিতরের নেতৃত্ব, "তারপর, পুনরুত্থিত প্রভুর দর্শন লাভের প্রথম সাক্ষী হতে হয়েছিল পিতরকেই *(দ্র: লুক ২৪:৩৪; ১ করি ১৫:৫)*। তার ভূমিকার সুস্পষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে *(দ্র: যোহন ২০:৩-১০)* যা, প্রেরিতদূতদের দলে তার যে বিশিষ্টতম স্থান ছিল এবং শিষ্যচরিত গ্রন্থে প্রমাণিত পাস্কা ঘটনার সঙ্গে জন্ম নেয়া সমাজে যে বিশিষ্ট স্থান তিনি পেতে থাকবেন, তার মধ্যে ধারাবহিকতার বৈশিষ্ট্য প্রদান করে *(দ্র: ১:১৫-২৬; ২:১৪-৪০; ৩:১২-২৬; ৪:৮-১২; ৫:১-১১; ২৯:৮: ১৪-১৭, ১০; ইত্যাদি)"*

➢ আদি মণ্ডলীতেও সাধু পিতর নেতৃত্ব দেন, "তথাকথিত জেরুশালেমের মহাসভায় পিতর পরিচালনাকারী সাক্ষী ছিলেন, তাই ঠিক এই কারণে পল নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তার মধ্যে "নেতৃত্বের" এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে *(দ্র: ১ করি ১৫: ৫; গালাতীয় ১: ১৮; ২: ৭ ও পরবর্তী, ইত্যাদি)"*। উৎস: *সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূত ও তাদের সহযোগীবৃন্দ, পৃষ্ঠা, ৪৩*

০৪. সাধু পিতর ও প্রেরিত শিষ্যদের প্রচার ক্ষেত্রে

বাণী প্রচারের ক্ষেত্রে প্রেরিত শিষ্যগণ ও সাধু পল অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তারা মূলত প্রচীন শহরগুলা বাণী প্রচার করেছিলেন "প্রকৃতপক্ষে যে সময় পল এশিয়া মাইনর, ম্যাসিডোনিয়া ও গ্রীসের দেশগুলিতে প্রচার করেছিলেন, সেই সময় পিটার প্যালেষ্টাইন থেকে মণ্ডলীর প্রধান অধ্যক্ষরূপে ধর্মীয় কার্যাদি পরিচালনা করতেন। শিষ্য জেমস্ তাঁকে সহযোগিতা করতেন। মাঝে মাঝে পিটার সিরিয়ার অন্তর্গত আন্টিয়োকের মণ্ডলী পরিদর্শন করে জেরুশালেমে ফিরে আসতেন। অতঃপর জেমসকে জেরুশালেমে রেখে তিনি রোম যাত্রা করলেন। রোম ছিল বিশাল সম্রাজ্যের রাজধানী, সেখানে থেকে সভ্য জগতে ধর্ম বিস্তার করার কাজ সহজ হত। রোমে এসে পিতর অনেক খ্রিস্টভক্ত পেলেন। তারা ছিল পূর্বেকার ইহুদী। পঞ্চাশত্তমীর উৎস উপলক্ষে জেরুশালেমে গিয়ে তাদের মধ্যে অনেকে পিতরের উপদেশে মন পরিবর্তন করেছিল। উপদেশ পরম্পরা অনুসারে পিটার মৃত্যু পর্যন্ত রোম অবস্থান করেন। প্রাচীন যুগে রোম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল সাম্রাজ্য, যাকে বলা হয় রোম সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয়েছিল প্রাচীন ইউরোপের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। কালক্রমে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে এই সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে। সুতরাং, সহজেই বুঝা যায়, কী বিশাল ছিল এই সম্রাজ্য! রোমের শাসন ছায়াতলে বিকশিত হয়েছিল অপূর্ব স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, শ্রুতিমধুর ল্যাটিন সাহিত্য, সুষ্ঠু সামাজিক আইনশাস্ত্র ও আনন্দময় নাগরিক জীবন। উত্থান-পতন চক্রাকারে ঘটে থাকে। স্বাভাবিক নিয়মেই কোন সাম্রাজ্য গৌরবের শীর্ষে উন্নীত হওয়ার মধ্যেই তার পতনের বীজ নিহিত থাকে। রোম সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যক্তিক্রম হয়নি" *(উৎস: খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১৪,১৫)*।

০৫. পোপ শব্দ ও প্রাসঙ্গিক কথা

গ্রিক শব্দ Papas থেকে পোপ শব্দটির উৎপত্তি। লাতিন ভাষায় Papa এবং ইংরেজিতে Pope বলা হয়। পোপ হলেন কাথলিক মণ্ডলীর সর্বোচ্চ ধর্মগুরু এবং আধ্যাত্মিক পিতা। তিনি বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীর অভিভাবক ও ভাটিকান রাষ্ট্রের প্রধান। তিনি রোম ধর্মপ্রদেশের বিশপ, যিশু খ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি, পিতরের উত্তরাধিকারী, প্রেরিত শিষ্যদের মধ্যে প্রধান, ইতালির প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ (Primat of Italy), রোম প্রভিন্সের মেট্রোপলিটান আর্চবিশপ, Patriarch of West এবং সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ভূষিত Pontifix Miximus সম্মানে বিভূষিত। পোপ কাথলিক মণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য ধর্মগুরু যার পুণ্য নাম প্রতিটি খ্রিস্টযাগে উচ্চারণ করা হয়। একজন পোপ মনোনিত, নির্বাচিত ও অভিষিক্ত হন আমৃত্যুকালের জন্য। যিশুর প্রতিশ্রুত বাণী, "আর আমিও পিতার কাছে আবেদন জানাব; তিনি তখন আর একজন সহায়ককে তোমাদের দেবেন, যিনি চিরকালের মতোই তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। তিনি দেবেন সেই সত্যময় আত্মাকে, সংসার যাঁকে গ্রহণ করতে পারে না, যেহেতু সংসার তাঁকে দেখতেও পায় না, জানতেও পারে না। তোমরা অবশ্য তাঁকে জানোই; তিনি তো সর্বদাই তোমাদের পাশেই আছেন, পরে অন্তরেও থাকবেন" *(যোহন ১৪:১৬-১৮)*। পবিত্র আত্মার আত্মিক শক্তিতে খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালিত ও পোপ পবিত্র আত্মিক শক্তি ও অনুপ্রেরণায় খ্রিস্টমণ্ডলীতে নেতৃত্বে দিচ্ছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী কাল ধরে।

০৬. পোপ মনোনয়ন প্রক্রিয়া বিষয়ক কথা

যিশুখ্রিস্টের দৃশ্যমান প্রতিনিধি হলেন সাধু পিতর। যিশু নিজেই সাধু পিতরকে মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন *(দ্রষ্টব্য: মথি ১৬:১৮-১৯)*। সাধু পিতরের উত্তরাধিকার হলেন পোপ। মণ্ডলীর প্রধান পরিচালক হিসেবে সকলেই তার প্রতি বাধ্য থাকেন। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দে লিয়ন দ্বিতীয় ধর্মমহাসভায় পোপ নির্বাচনের যে সিদ্ধান্তটি গৃহিত হয়েছিল বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে।

➢ "পোপের মৃত্যুর দশ দিনের মধ্যে কার্ডিনালগণ অবশ্যই পোপ নির্বাচনে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। পোপ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কার্ডিনালগণ বাইরের কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারবেন না এবং একই গৃহে অবস্থান করবেন। কার্ডিনালদের এরূপ সমবেত হওয়াকে বলা হয় 'কনক্লেভ' মূল শব্দটি ল্যাটিন (Cum) ও (Clavis) থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ চাবি বন্ধ। প্রচলিত 'কনক্লেভ' শব্দটির অর্থ পোপ মনোনয়নের জন্য কার্ডিনালদের সম্মেলন" *(উৎস: খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা: ১২৮)*।

➢ খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ নাম বইয়ের শব্দটিকায় বলা হয়েছে, "পোপ নির্বাচনী সম্মেলন Cum ও Clavis: ল্যাটিন শব্দটি বলতে বুঝায় 'চাবি দিয়ে বন্ধ করা দরজা'। পোপ মারা যাওয়ার ১৫ অথবা ১৮ দিনের পরে কার্ডিনালগণের সমন্বয়ে ভোটের মাধ্যমে পোপকে নির্বাচন করা হয়। এ নির্বাচনে স্বাধীনতা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ রক্ষার্থে কার্ডিনালগণ বাইরে জগতের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করে ভাটিকান নগরে নির্জনে থাকেন। সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেলাঞ্জেলোর অঙ্কিত শেষ বিচারের ছবির সামনে পোপের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়" (শব্দটীকা, ৯১)।

সিস্টিন চ্যাপেলে আশি বছরের নিম্নের বিশ্বের কার্ডিনালগণ ধ্যান প্রার্থনার রুদ্ধদ্বার বৈঠকে সমবেত এবং পোপ মনোনয়ন গোপন ভোট প্রদান করেন। এক-তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ী কার্ডিনালকে পোপ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সিস্টিন চ্যাপেলের চিন্নি দিয়ে সাদা ধোঁয়া বের হবার মধ্য দিয়ে জগৎ বাসীকে জানান দেওয়া হয় যে নতুন পোপ মনোনিত হয়েছেন। পরে নির্বাচিত পোপ নতুন নাম ধারণ করেন এবং সাধু পিতরের মহামন্দিরের বারান্দা থেকে নব নির্বাচিত পোপের নাম ঘোষণা দেন বয়োজ্যেষ্ঠ কার্ডিনাল। নতুন পোপ তার ইচ্ছা অনুসারে নতুন নাম গ্রহণ করেন। নতুন পোপের পরিচয়ে প্রথম কথা হলো: Habimus Papam: (We have a Pope) অর্থাৎ 'আমাদের পোপ আছে'। নব নির্বাচিত পোপ জগৎবাসীর উদ্দেশে শুভেচ্ছা বাণীর পর আশীর্বাদ দেন। এই আশীর্বাদকে Urbi et orbi অর্থাৎ নগর থেকে মহানগরের উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ। নতুন পোপকে ইতালিয়ান ও ভাটিকান রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সকল বাহিনী "Guard of Honor" জানিয়ে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদান করে। কেননা, পোপ হলো কাথলিক মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু, অন্যদিকে তিনি ভাটিকান রাষ্ট্র প্রধান। পোপ আমৃত্যুকাল ব্যাপী তাঁর পদে বহাল থাকেন এবং মণ্ডলীতে নেতৃত্ব দেন। পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট (২০০৫-২০১৩) পোপীয় সেবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহিত নিয়েছিলেন।

০৬. মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিক দায়িত্ব কর্ম

মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য হলো: খ্রিস্টমণ্ডলী এক (One), খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র (Holy), খ্রিস্টমণ্ডলী (Catholic) এবং প্রৈরিতিক (Apostolic), খ্রিস্টমণ্ডলী পরিচালিত হয় প্রধান তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে। আর তা হলো; পবিত্র বাইবেল (Holy Bible প্রৈরিতিক ঐতিহ্য ও প্রথা (Apostolic Tradition) এবং খ্রিস্টমণ্ডলীর শিক্ষা (Church Magisterium/Teaching of the Church)। বাইবেলের শিক্ষাকে ধারণ করে খ্রিস্টমণ্ডলী প্রৈরিতিক শিক্ষাকে অনুসরণ করে এবং যুগের পর যুগ ধরে সাধু-সাধ্বী, পোপ, ঐশতত্ত্ববিদ ও ধর্মমহাসভার শিক্ষাকে গ্রহণ করে। কাথলিক মণ্ডলীতে সেবা-দায়িত্ব বা পদমর্যাদার ধারা (Hierarchy) অক্ষুন্ন রয়েছে এবং যুগের পর যুগ ধরে তা টিকে আছে। কাথলিক খ্রিস্টমণ্ডলী পদমর্যাদার ধারা হলো: পোপ, কার্ডিনালগণ, বিশপ-আর্চবিশপগণ, পুরোহিতবর্গ, ডিকন বা পরিশেবক, নিবেদিত বা উৎসর্গকৃত জীবন/ব্রতধারী-ব্রতধারিনী এবং দীক্ষিত খ্রিস্টভক্তগণ। প্রত্যেকেই আপন আপন স্থানে অবস্থান করে মর্যাদা অনুসারে সেবা দায়িত্ব পালন করে।

০৭. ভাটিকান রাষ্ট্র প্রসঙ্গ কথা

১০৮ একর জমির উপর ভাটিকান রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তবে ভাটিকান চত্বরের বাহিরে তীর্থস্থানসহ অনেক স্থাবর সম্পদ রয়েছে। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি- ইতালীয়ান সরকার ও ভাটিকানের মধ্যে ধর্মচুক্তি (Lateran Treaty) সম্পাদনের মাধ্যমে ভাটিকানকে আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়। তবে ইতালিয়ান সরকার সামরিক শক্তি দিয়ে ভাটিকানকে রক্ষা করার দায়িত্বসহ আরো অনেকগুলো বিষয়ে ভাটিকানকে ইতালিয়ান সরকার সহায়তা দেয়। ভাটিকান রাষ্ট্রের জন্য আলাদা কোন দেওয়াল বা প্রাচীর নেই। রোম শহরের মধ্যে ভাটিকান অবস্থিত এবং রোম শহর ৭টি পাহারের উপর নির্মিত। প্রাচীন রোম শহর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং রোম নগরের ৭টি দরজা রয়েছে। প্রাচীন রোমের ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে প্রাচীর ও দ্বার এখনো বিদ্যমান।

সাধু পিতরের কবরের উপর সাধু পিতরের নামে ব্যসিলিকা তৈরী করা হয়েছে এবং গোটা বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীর প্রধান মন্দির হিসেবে সাধু পিতরের মন্দিরকে মর্যাদা দেয়া হয়। প্রতিদিনই হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ভাটিকান চত্বরে আগমন করে। পোপগণ বর্তমানে ভাটিকান প্রসাদে বসবাস করেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখা যায় পোপগণ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করেছেন। পোপদের বসবাসের তালিকাটি হলো:

➢ শুরু থেকে ৩১২ খ্রিস্টাব্দ নির্যাতনের যুগে পোপদের নির্ধারিত বসতি বা জায়গা বিষয়ে কোন তথ্য নেই। তবে রোম নগরের মধ্যে পোপগণ বসবাস করতেন। নির্যাতনের সময়টি ছিল-অনিশ্চয়তা ও ভয়ের যুগ। নির্যাতন (৬৪-৩১২) যুগে দু'জন পোপসহ বিশ হাজার খ্রিস্টভক্ত ধর্ম শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। নির্যাতনের যুগে খ্রিস্টানদেরকে রোমের বাহিরে মাটি দেওয়া হতো যা কাটাকুম্ভ নামে পরিচিত। রোম ও রোমের বাহিরে ৫০টি মতো কাটাকুম্ভ রয়েছে।

➢ লাতারান প্রাসাদ (৩১৩-১৩০৯), সাধু যোহনের বাসিলিকা চত্বরে লাতারান প্রাসাদ যা পোপের কাথিড্রাল নামে পরিচিত।

➢ আভিগণনে পোপদের বসবাস (১৩০৯-১৯৭৮), দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি রাজপ্রাসাদ যা ফ্রান্সের কার্ডিনালগণ পোপকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক কারণে পোপগণ আভিগণনে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই সময়কে 'ব্যবিলনের বন্দি দশা' বা 'পোপগণের নির্বাসন' নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এ্যাভিনন্ অবস্থিত দূর্গটি "১২২৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব সম্রাট নবম লুইস এর আমলে দক্ষিণ ফ্রান্সে অবস্থিত 'এ্যাভিনন্' এ নামক সুরক্ষিত নগর ও তৎসহ প্রাসাদটি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে মণ্ডলীকে দান করা হয়। পোপ পঞ্চম ক্লেমেণ্ট ১৩০৯ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।" *উৎস: খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, পৃষ্ঠা ১২৮, ১৩৫*

➢ কুইরিলাল প্রাসাদ পোপগণের বসবাস (১৯৭৮-১৮৭১): ইতালির অন্যতম একটি রাজপ্রসাদ যা বর্তমানে 'সংসদ ভবন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

➢ ভাটিকান প্রাসাদ ভাটিকান বসবাস: ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান ...

০৮. লাতেরান ধর্মচুক্তি (Lateran Treaty) ও প্রসঙ্গ কথা

রোমের ৭টি পাহাড়ের মধ্যে ভাটিকান হলো একটি। প্রাচীনকালে ভাটিকান চত্বরের বাগানটি ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অবকাশের স্থান। ৯৬ ভাটিকানে সাধু পিতরের কবরের উপর প্রথম ছোট চ্যাপেলটি নির্মাণ করা হয়। ৩১৩ খ্রিস্টাব্দের ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভের পর সাধু পিতরের চ্যাপেলটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বৃহৎ বাসিলিকা নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে ভাটিকান বিশ্বের অন্যতম একটি ছোট রাষ্ট্র এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নগর ও তীর্থস্থান। এখানে সাধু পিতরের বাসিলিকা, ভাটিকান ব্যাংক, ভাটিকান পোস্ট অফিস, ভাটিকান গার্ডেন, কর্মচারী বসবাস ভবন, মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, সিস্টিন চ্যাপেল, আর্ট গ্যালারী ও সাধ্বী আন্নার ধর্মপল্লী, কিছু সংখ্যক দোকান পাঠ, অফিস-আদালত রয়েছে।

➢ পোপ একাদশ পিউসের সময়ে লাতেরান ধর্মচুক্তিটি সম্পূর্ণ হয়। এই সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে ১৫ ধর্মচুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তিগুলির মাধ্যমে মণ্ডলীর ও রাষ্ট্রের অধিকারগুলো পারস্পরিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পোপ এবং ইতালিয়ান সরকারের মধ্যে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ১১ ফেব্রুয়ারি যে চুক্তিটি সম্পূর্ণ হয় তা 'লাতেরান ধর্মচুক্তি' (Lateran Treat) নামে পরিচিত। "এতে রোম সংক্রান্ত দ্বন্দ্বটির একটি সমাধান বাতলে দেয়। এই ধর্মচুক্তির দু'টি দিক ছিল। মুসোলিনী এই ধর্মচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন; তিনি এ থেকে তাঁর শাসনের জন্য সমর্থন আশা করেছিলেন। একটি চুক্তিতে পোপ একাদশ পিউস রোমকে রাজধানীসহ ইটালীর রাজ্যকে স্বীকৃতি দেন, আর ইটালী ৪৪ হেক্টর বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ভাটিকান সিটির উপর পোপের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। এ ছাড়াও একটি ধর্মচুক্তি ইটালী ও মণ্ডলীর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। পোপতন্ত্রের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় এতে সূচিত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে লাটেরান ধর্মচুক্তি নবায়ন করা হয় এবং ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে সংশোধিত ধর্মচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।" *উৎস: মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি, পৃষ্ঠা*, ৩৬৩

০৯. বিশ্ব মণ্ডলীর সাথে সম্পর্ক

পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের সাথে বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই যোগাযোগ রয়েছে। পোপের প্রতিনিধি হিসাবে Nuncio বা Pro Nuncio ভাটিকানের সাথে কুটনৈতিক সম্পর্ক রাখেন। পোপ মহান লিও'র (৪৪০-৪৬০) সময় থেকে পোপের প্রতিনিধিগণ প্রেরণের প্রথা শুরু হয়। পোপের প্রতিনিধিগণ স্থানীয় মণ্ডলী, রাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখেন। প্রতি পাঁচ বছর পর পর বিশপগণ Ad Limina Apostolorum বা 'পোপের সাথে প্রৈরিতিক সাক্ষাত করেন। এ সময় বিশপগণ ব্যক্তিগতভাবে পোপের সাথে সাক্ষাত করেন এবং পোপীয় দপ্তরের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সাক্ষাত করেন। বিশপগণ এই সময় রোমের প্রধান চারটি বাসিলিকায় তীর্থযাত্রী হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ৪টি প্রধান বাসিলিকা হলো: (১) সাধু পিতরের মহামন্দির, (২) সাধু পৌলের বাসিলিকা (যা রোমের প্রাচীরের বাইরে অবস্থিত), (৩) লাতেরান সাধু যোহনের বাসিলিকা (যা পোপের ক্যাথিড্রাল নামে পরিচিত), (৪) মারীয়া মেজর বাসিলিকা। রোম নগরকে 'গির্জার শহর' বলা হয়। রোম নগরে সব মিলিয়ে ৩ হাজার গির্জা (বাসিলিকা) রয়েছে। নির্যাতনের যুগে বিশ্বাসের সাক্ষ্য ভূমি অর্থাৎ কাটাকুম্ভ রয়েছে ৫০টি। এছাড়া অসংখ্য পুরাকীর্তির সাক্ষ্যবহণ করে রোম নগরী। রোম নগর বিষয়ে বিশেষ প্রবাদ বাক্য রয়েছে All road leads to Rome; Rome was not built in a Day অথবা Roma locuta est, causa finita est। রোমের শহরের কারুকার্য ও শিল্প সব সময়ই দৃষ্টিনন্দন, গির্জা বাসিলিকাগুলো শিল্প কর্মের ধারক ও বাহক। রোমকে চির শ্বাশত শহর বলা হয় (The eternal City of Rome)। রোম শহর ও রোমীয়দের অসংখ্যক লোক কাহিনী ও জনশ্রুতি রয়েছে। ৭৫২ খ্রিস্টপূর্বের নির্মিত রোম শহরটি মানব সভ্যতার অন্যতম শহর হিসেবে পরিচিত। রোমীয়গণ: শাসক, যোদ্ধা, নির্মাতা ও শিল্প কারু-কলার জন্য জগত বিখ্যাত। খ্রিস্টধর্মের বিকাশিত হয় রোম নগর এবং ১৪০ কোটি কাথলিক খ্রিস্টভক্তের তীর্থ ভূমি রোম। সাধু পিতর ও পল রোম শহরে শহীদ মৃত্যুবরণ করেন এবং সাধু পিতর ও সাধু পল রোম শহরের প্রতিপালক। ২৯ জুন সাধু পিতর ও সাধু পলের পর্ব উদযাপন করা হয়।

১০. স্থানীয় ও বিশ্বমণ্ডলীর মধ্যে সম্পৃক্ততা

কাথলিক মণ্ডলীর অন্যতম নেতা হলেন পুণ্যপিতা পোপ। প্রচলিত কথা 'যেখানে পিতর আছে সেখানে খ্রিস্টমণ্ডলী আছে'। প্রেরিতশিষ্য পিতরের নেতৃত্বেই কাথলিক মণ্ডলীর যাত্রা শুরু হয়েছিল যা আজও প্রাণবন্ত ও জীবন্ত। পুণ্যপিতার সাথে খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক বন্ধন রয়েছে। আর তা হলো প্রতিটি খ্রিস্ট যজ্ঞবলিতে পোপের নামের পরে স্থানীয় বিশপের নাম স্মরণ করা হয়। পুণ্যপিতা পোপ তাঁর ধর্মোপদেশ, পর্বভিত্তিক বাণী, সার্বজনীন পাঠ ও নিদিষ্ট দিনে বাণীর মধ্য দিয়ে মণ্ডলীকে শিক্ষা দেন। পোপের অভ্রান্ত সত্য নামক শিক্ষা ১ম ভাটিকান মহসভায় আলোচনার মাধ্যমে চিরন্তন সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পোপ তার অভ্রান্ত শিক্ষা (Infallibility of the Pope) থেকে দেন গোটা কাথলিক মণ্ডলীর জন্য তার আসন (Ex Cathedra) থেকে। কাথলিক মণ্ডলীর পোপের সাথে রয়েছে কার্ডিনাল, বিশপ, পুরোহিত, ডিকন, ব্রতধারী-ব্রতধারিনী ও খ্রিস্টভক্ত অর্থাৎ সকলেই। খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে হাজার ধর্মশহিদের রক্তের গুণে। রক্তে স্নাত মণ্ডলী টিকে থাকবে শেষ দিন পর্যন্ত। যিশু তাঁর বাণীতে বলেন, "তোমাদের যা কিছু আদেশ দিয়েছি, তাদের তা পালন করতে শেখাও। আর জেনে রাখ, জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি" *(মথি ২৮:২০)*। তাই, সত্য, সনাতন এই কাথলিক মণ্ডলীর দীক্ষিত ভক্ত বিশ্বাসী হয়ে এগিয়ে যায় তীর্থযাত্রী মণ্ডলীর সাথে স্বর্গীয় পিতার রাজ্যে প্রবেশের জন্যে।

১১. কাথলিক মণ্ডলী চিরন্তন

যিশুখ্রিস্ট কর্তৃক স্থাপিত কাথলিক মণ্ডলী যুগের শেষদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে সগৌরবে ও আপন মহিমায়। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ও রাজনীতি বিশারদ টমাস ম্যাকলি (মৃত্যু ১৮৫৯) লেখেছেন, রোমান কাথলিক মণ্ডলী অনির্বাণ দীপ্তিতে তখনো জ্বলতে থাকবে যখন দূরবর্তী নিউজিল্যান্ড থেকে আগত কোন পর্যটক নির্জন পরিবেশে ক্ষয়িষ্ণু লণ্ডন সেতুর খিলানের উপর দণ্ডায়মান হয়ে মহোপসনালয় সেন্ট পল গীর্জায় ধ্বংসাবশেষের চিত্র অঙ্কন করবে। এর অর্থ লণ্ডনের সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক ও সুদৃশ্য স্থাপত্য কীর্তি ধ্বংস হলে কাথলিক মণ্ডলীও চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে; কারণ তার প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং যিশুখ্রিস্ট তিনি, "জগতের অন্তিমকাল পর্যন্ত সর্বদায় বিরাজমান থাকবে" *(দ্রষ্টব্য মথি ২৮:২০)*। ইংরেজী প্রবাদ বাক্যে বলা হয়, Where there is Peter there is Church. অর্থাৎ যেখানে পিতর আছেন সেখানে মণ্ডলী আছে। সত্য সনাতন কাথলিক মণ্ডলী জগতের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে পিতরের উত্তরাধিকারী পোপের নেতৃত্বে। তাই নিত্যদিনের উপাসনায় পোপের নাম উচ্চারিত হয় গোটা বিশ্বে। জয়তু সাধু পিতর! জয়তু কাথলিক মণ্ডলী!!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১. ফাদার জি, আগষ্টিন, খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট অফ প্রিন্টিং, নদীয়া, ২০০৫।

২. জেন কমবি, মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি, (অনুবাদক কমল এন. কস্তা), জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০১।

৩. ফাদার দানিয়েল লৌয়ারী (সম্পাদনা: ফাদার সিলভানো গারেল্লা), খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ১৯৯৬।

৪. পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট, (অনুবাদক ফাদার তুষার জেমস গমেজ), সূচনালগ্নের খ্রীষ্টমণ্ডলী প্রেরিতদূত ও তাদের সহোযোগীবৃন্দ, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০১১।

---

৬ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

কয়েকজন সাধু-সাধ্বীর বিখ্যাত উক্তি

* "মনে রেখো, একমাত্র নম্র হৃদয় যিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে। তাঁর সাথে কথা বলো, তাকে ভালোবাস, এবং তাঁর ভালোবাসা লাভ কর।" *-সাধ্বী মার্গারেট মেরী আলাকোক*

* "যিশুর হৃদয় হলো স্বর্গের দ্বার, এবং সেই দরজার চাবি হলো প্রার্থনা ও ভালোবাসা।" - *সাধু আন্দ্রে বেসেত*

* "পরম পবিত্র যিশুর হৃদয়, আমাকে পরিপূর্ণ রূপে ভুলতে শেখাও, কেননা তা-ই তোমার মধ্যে প্রবেশ করার একমাত্র পথ।" - *সাধ্বী ক্লদ কালামবির*

*যিশুর হৃদয়ের কাছে আমাদের দীনতা স্বীকার- আমার কি এমন সামর্থ আছে যে, যিশু হৃদয়কে যোগ্য প্রতিদান দেব? যিশু প্রেমসিন্ধু অনন্ত সাগর, আমি অতি নগন্য, যেন এক শুষ্ক মরুভূমি - সদা তৃষিত এই প্রাণ। আমার এই শূন্যতা থেকে প্রেমের মহা সিন্ধুকে কী-ই বা দিতে পারি? সেই প্রেম-সমুদ্র যিশুর দিকে কাতর নয়নে তাকিয়ে আমার ক্ষুদ্র প্রাণ গাহে শুধু এই প্রার্থনা:

"হে পুণ্য হৃদ, কি দেব তোমায়

তোমার প্রেমের সীমা নাহি হয়।

আমাদের এই কৃপা এখন দাও

তোমার প্রতি প্রেম দিনে দিনে বাড়াও

তোমায় প্রেম করব, তোমায় প্রেম করব, দিনে দিনে আরও" (গীতাবলী, গান সংখ্যা ৪৮৯)।

গ্রন্থ সহায়িকা:

১। মঙ্গলবার্তা বাইবেল

২। ভক্তিপুষ্প

৩। গীতাবলী

সাধু পিতর ও পৌল

লাকী ফ্লোরেন্স কোড়াইয়া

পবিত্র বাইবেলে 'পিতর' ও 'পৌল' এর আর্বিভাব দুই ধরনের ঘটনা। এই দু'টি ঘটনা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে দুইভাবে প্রকাশ করে। যদিও প্রথম দিকে দুইজনের জীবন ও পথচলা ভিন্ন ধরনের ছিল, কিন্তু প্রভু যিশুর দ্বারা তাঁদের একই ধরনের পরিবর্তন ঘটে। খ্রিস্টপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁরা আমৃত্যু যিশুর জন্য কাজ করে যান এবং যিশুর জন্য হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করেন। এক প্রভু যিশুতে বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা ও কাজের পুরষ্কারস্বরূপ প্রভু যিশু তাঁদের মহিমান্বিত করেছেন।

সাধু পিতর : নতুন নিয়ম হতে জানা যায় যে, পিতরের পিতার নাম যোহন। পিতরের জন্ম নাম ছিল সিমোন এবং তিনি বেৎসাইদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাইয়ের নাম আন্দ্রিয়। তাঁরা পেশায় জেলে ছিলেন। কাজেই প্রথম পরিচয়ে সিমোন পিতরকে আমরা সাধারণ জেলে হিসেবেই দেখতে পাই। পিতরের শিক্ষাদীক্ষা কিংবা ধর্মীয় জ্ঞান অনেক বেশি ছিল- এমন জানা যায়নি। কিন্তু মুক্তিদাতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের অন্তরে গভীর পরিবর্তন অনুভব করার পর তিনি তাঁকে "প্রভু" বলে স্বীকার করেন এবং যিশুর সামনে নম্রভাবে নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেন। এক সময় এই সাধারণ মানুষটি হয়ে উঠেছিলেন যিশুর ভরসার স্থল। হয়ে উঠেছিলেন সাহসী এবং অসাধারণ বক্তা। অন্তরের গভীর বিশ্বাস, সরলতা দিয়ে জয় করেছিলেন যিশুর প্রতিশ্রুত স্বর্গরাজ্যের চাবি।

যিশুর সাথে সিমোন পিতরের সাক্ষাৎ : সাধু যোহনের মঙ্গল সমাচারে দেখি- দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের নির্দেশে তাঁর দুইজন শিষ্য যিশুকে অনুসরণ করেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন সিমোনের ভাই আন্দ্রিয়। তাঁর সাথে কিছু সময় থাকার পর আন্দ্রিয় তাঁর ভাই সিমোনকে যিশু সম্পর্কে বলেন, "আমরা মসীহের সন্ধান পেয়েছি।" তিনি সিমোনকে যিশুর কাছে নিয়ে আসেন। যিশু সিমোনের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি তো যোহনের ছেলে সিমোন: তুমি 'কেফাস' নামে অভিহিত হবে। কেফাস অর্থ শৈল বা প্রস্তর'" *(যোহন ১:৩৫-৪২)*। লূক লিখিত মঙ্গল সমাচারে আমরা দেখি যে, যিশুর গ্রামের পাশে গেন্নেসারেৎ নামে একটি হ্রদ ছিল, যার আশেপাশে অনেক জেলে বাস করত। এই হ্রদ থেকে মাছ ধরে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। যিশু একদিন গেন্নেসারেৎ এর ধারে এলে লোকেরা যিশুকে উপদেশ দেবার অনুরোধ জানায়। সেখানে জেলেদের দু'টি নৌকা ছিল। তখন জেলেরা তাদের জাল ধুচ্ছিল। যিশু সিমোনের নৌকায় উঠে একটু দূরে নিতে বললেন। পরে তিনি উপদেশ দেন। উপদেশ শেষে যিশু সিমোনকে নৌকাটা গভীরে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরবার জন্য জাল ফেলতে বললেন। সিমোন যিশুকে জানান, তারা আগে এখানে জাল ফেলেছিলেন, কিন্তু তবুও যিশুর কথায় বিশ্বাস করে জাল ফেলেন। এতে আশ্চর্যজনকভাবে প্রচুর মাছ ধরা পড়ে। সিমোন পিতর যিশুর হাঁটুতে পড়ে বলেন, প্রভু আমার কাছে থেকে চলে যান। আমি যে

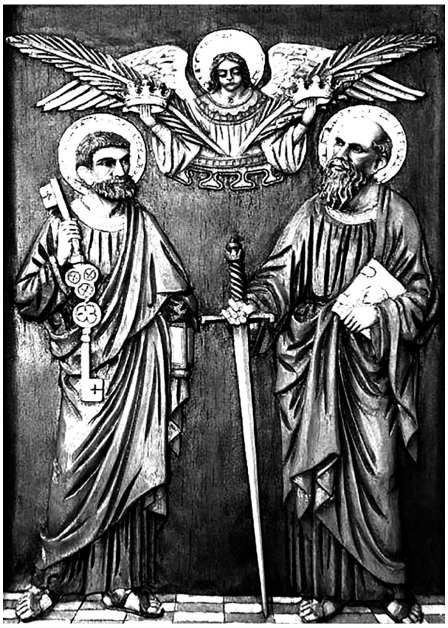

পাপী। আর যিশু তাঁকে বলেছিলেন, "ভয় করো না, এখন থেকে মানুষই ধরবে তুমি।" পরে সিমোন পিতর ও আন্দ্রিয় জাল ও সব কিছু ফেলে যিশুর অনুসরণ করেন। আর এভাবেই সিমোন পিতর যিশুর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন এবং সরল বিশ্বাসে যিশুর সাথে যাত্রা শুরু করেন।

যিশুর প্রতি পিতরের অগাধ বিশ্বাস ও স্বীকৃতি : পিতরের কথা ও কাজে যিশুর প্রতি তাঁর সরল বিশ্বাসের পরিচয় পবিত্র বাইবেলে নানাভাবে বর্ণিত রয়েছে। যিশু একদিন তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কে? এই বিষয়ে তোমরাই বা কী বল?" সিমোন পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনিই সেই খ্রিস্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র।" যিশু তাঁকে বলেছিলেন, যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি সুখী! কেননা, রক্তমাংস নয়, আমার স্বর্গস্থ পিতাই তোমার কাছে একথা প্রকাশ করেছেন। তাই আমি তোমাকে বলছি; তুমি পিতর, আর শৈলের (প্রস্তরের) উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব আর পাতালের দ্বার তার উপর কখনও বিজয়ী হবে না। স্বর্গরাজ্যের চাবি আমি তোমাকে দেব, পৃথিবীতে তুমি যা বেঁধে দেবে, স্বর্গে তা বাঁধা হবে; পৃথিবীতে তুমি যা মুক্ত করবে,স্বর্গে তা মুক্ত হবে *(মথি ১৬:১৫-২০)*। পিতরের বিশ্বাস ও স্বীকৃতির পুরস্কার স্বরূপ সেদিন যিশু সকলের সামনেই পিতরকে সম্মানিত এবং আশিষধন্য করেছিলেন।

যিশু কর্তৃক পিতরকে মৃদু তিরস্কার এবং যিশুর প্রতি পিতরের গভীর ভালোবাসা: যিশুকে জলের উপর হাঁটতে দেখে প্রথমে শিষ্যরা ভয় পেলেও পরে যিশুর পরিচয় পেয়ে পিতর জলের উপর দিয়ে হেঁটে যিশুর কাছে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। যিশু অনুমতি দিলে পিতর জলের উপর হাঁটতে শুরু করেন। কিন্তু বাতাস দেখে ভয় পেয়ে তিনি ডুবে যেতে থাকলে যিশু তাঁকে আঁকড়ে ধরেন এবং সন্দেহ করার জন্য তাঁকে অল্পবিশ্বাসী বলে মৃদু তিরস্কার করেছিলেন। একই পিতরকে আবার অন্যরূপে দেখি। যিশু পিতরকে একটি প্রশ্ন তিনবার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যোহনের ছেলে সিমোন, তুমি কি আমাকে ভালোবাস? তিনি প্রতিবারই উত্তর দিয়েছিলেন, "হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন যে, আমি আপনকে ভালোবাসি।" আর যিশু প্রতিবারই তাঁকে বলছিলেন, "আমার মেষদের যত্ন নাও।" যিশুর জন্য শিষ্যদের আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে- যিশুর এমন কথার সরল বিশ্বাসী পিতর উত্তর দিয়েছিলেন, "আপনার জন্য যদিও সকলের স্খলন হয়, তবুও আমার স্খলন হবে না। তাঁর বিশ্বাস দৃঢ়তা দেখে যিশু বলেছিলেন, আজ রাতে, মোরগ দুইবার ডাকবার আগে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।" কিন্তু পিতর তাতে আরও জোরালো কণ্ঠে জানালো, যিশুর জন্য তিনি মরতেও প্রস্তুত আছেন। যিশুর প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ এই পিতরকে দেখেছি যিশু তাঁর পা ধুইয়ে দিতে চাইলে তিনি যিশুকে তাঁর পা ধরতে দিতে রাজি হননি। একই পিতর গেৎসিমানী বাগানে যিশুর আদেশ অমান্য করে ঘুমিয়ে পড়েন। লূক লিখিত

মঙ্গল সমাচারে দেখি- এই পিতর একটি খড়গ দিয়ে মহাযাজকের এক দাস মালখোস এর ডান কান কেটে দিয়েছিলেন।

পিতরের অস্বীকার ও অনুতাপ : যিশুর ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি করে সেদিন রাতে মোরগ ডাকবার আগে সত্যিই পিতর যিশুকে চিনেন না বলে অস্বীকার করেছিলেন এবং সাথে সাথে বাইরে এসে আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে রোদন করে যিশুর কাছে ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন।

পুনরুত্থিত যিশুতে বিশ্বাস: যিশু কবরে নেই- এই সংবাদ শুনে পিতর দৌড়ে গিয়েছিলেন যিশুর কবরে। কবরের মুখ খোলা দেখে অন্য শিষ্যটি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেও পিতর কবরে প্রবেশ করেন এবং যিশুর কাপড় স্পর্শ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন।

পবিত্র আত্মাকে লাভ এবং বাণী প্রচার: পঞ্চাশত্তমী পর্বের দিন পবিত্র আত্মাকে লাভ করে পিতর সাহসী হয়ে ওঠেন এবং সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে তিনিই প্রথম যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেন। সেদিন তাঁর ভাষণ শুনে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন। এরপর থেকে পিতরের নেতৃত্বে শিষ্যরা বাণী প্রচার কাজে উৎসাহী হন। পিতর মণ্ডলীর দায়িত্ব নেন এবং বাণী প্রচার করেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো - সৌল যিশুর দর্শন পেয়ে মন পরিবর্তন করে পিতরের কাছে দীক্ষা নেন। বাণী প্রচার করতে গিয়ে তিনি বারবার বন্দী ও অত্যাচারিত হয়েছেন।

পিতরের মৃত্যু : পিতর ও অন্যান্য শিষ্যদের প্রচারের ফলে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এতে রোমান সম্রাট নিরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং তাঁর নির্দেশে রোমে পিতরকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তবে পিতর নিজেকে যিশুর অযোগ্য বলে মনে করেন তাই তিনি অনুরোধ করেন তাঁকে যেন উল্টো করে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। তাঁর অনুরোধে তাঁকে উল্টো করে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। সাধু পিতর ছিলেন রোমান কাথলিক মণ্ডলীর প্রথম পোপ।

সাধু পৌল (সৌল)

সাধু পৌল সরাসরি যিশুর শিষ্য ছিলেন না। "পৌল" এর পূর্ব নাম ছিল সৌল। তিনি রোম সাম্রাজ্যের সিসিলিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে এক অভিজাত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যিশুর শিষ্যরা যখন যিশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁদের বিরোধিতা করেন এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপর অত্যাচার চালাতেন। মণ্ডলীর প্রথম ধর্ম শহিদ সাধু স্তেফানকে যখন হত্যা করা হয়, সেই হত্যাকারীদের দলে সৌল উপস্থিত ছিলেন। শিষ্যচরিত ৮:৩ পদে উল্লেখ আছে ইতিমধ্যে সৌল মণ্ডলীকে উচ্ছেদ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন: ঘরে ঘরে ঢুকে তিনি নারী-পুরুষ সকলকেই টেনে নিয়ে কারাগারে তুলে দিচ্ছিলেন। কিন্তু এই সৌলকেই আহ্বান করেন যিশু। যিশুর দর্শন লাভ করে তিনি যিশুকে চিনতে পারেন এবং আপন কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে যিশুর নামে দীক্ষা লাভ করে হয়ে উঠেন খ্রিস্টের বলবান সৈনিক, সাক্ষ্যদানকারী। আর শেষ পর্যন্ত খ্রিস্টকে ভালোবেসে তাঁর জন্য মৃত্যুকে বরণ করে নেন।

সৌলের মন পরিবর্তন : সৌল যখন যিশুর অনুসারীদের ধরে আনতে যাচ্ছিলেন, তখন দামাস্কাসের পথে সৌল যিশুর দর্শন লাভ করেন এবং দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। পরে যিশুর নির্দেশ অনুযায়ী তিনি আনানিয়াস নামের যিশুর এক শিষ্য'র কাছে যান। অনানিয়াস সৌলকে সুস্থ করেন এবং পরে তিনি পিতরের সন্ধান করে তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পল। "পল" নামের অর্থ 'ক্ষুদ্র'। এরপর তিনি যিশুর বাণী প্রচার করতে শুরু করেন।

পলের যাত্রা ও প্রচার: খ্রিস্ট প্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সাধু পল বলেছিলেন, "ধিক আমাকে, যদি না আমি মঙ্গলবাণী প্রচার না করি।" পল (সৌল) তাঁর প্রচারকার্যে বিভিন্ন সময় বার্ণাবাস, সিলাস, তিমথিকে বিভিন্ন প্রদেশে যেমন- যেরুশালেম, সাইপ্রাস, পাফস, ফ্রিজিয়া, মাসিডন, গালাতিয়া, পিসিদিয়া প্রদেশের আন্তিওখিয়ায়, ফিলিপ্পে, থেসালোনিকিতে, এথেন্সে, সিরিয়া, এফেসাসে যাত্রা করেন এবং বিভিন্ন সমাজগৃহে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বাণী প্রচার করেন। বাণী প্রচারের সময় পল ও তাঁর সহকর্মীরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেন। তাঁদের কারাগারে বন্দী করা হয়। কিন্তু তাঁদের বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনায় তাঁরা অলৌকিকভাবে মুক্তি লাভ করেন। সাধু পল তাঁর পত্রের মাধ্যমে যিশুর পুনরুত্থানের তাৎপর্য তুলে ধরেছেন। তিনি বারোজনের একজন না হলেও পুনরুত্থিত যিশুকে তিনি দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যিশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? *(১ করিন্থীয় ৯:১)* যিশুর পুনরুত্থানের ফলে বিশ্বাসীদের নতুন জীবনের বৈশিষ্ট্য সাধু পল এভাবে বর্ণনা করেছেন- ১) পাপের প্রভাব থেকে মুক্ত *(রোমীয় ৬:৪-১১)*

২) ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ জীবন *(ফিলিপীয় ৩:৯)*

৩) মহিমাময় জীবন *(২য় করিন্থীয় ৩: ১৭)*

৪) পরিত্রাণপ্রাপ্ত জীবন *(রোমীয় ৪:২৪)*

৫) পবিত্র আত্মায় পরিচালিত জীবন *(১ম করিন্থীয় ১৫:৪৫-৫০)*

৬) ক্ষমতাপূর্ণ জীবন *(২য় করিন্থীয় ১৩:৪)*

৭) যিশুর সঙ্গে সংযুক্ত জীবন *(২য় করিন্থীয় ৪:৭; ৫:১৫, গালাতীয় ২: ২৩)*

সাধু পল পুনরুত্থিত যিশুকে দেখতে পান। তিনি নিজ মন পরিবর্তন দ্বারা যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষী হন *(গালাতীয় ১:১৩)*। সাধু পল যিশুর দর্শন লাভ করে যিশুকে যেভাবে তাঁর হৃদয় অনুভব করেছেন, তা সত্যিই অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে প্রবক্তা যিশাইয়'র বাণী উল্লেখ করে বলেছেন, "যা মানুষ চোখে কখনও দেখেনি, যা কানে শুনেনি এবং যা মনেও ভাবেনি, তাই ঈশ্বর মানুষের জন্য ঠিক করে রেখেছেন। *(১করিন্থীয় ২:৯)*

সাধু পলের মৃত্যু : সাধু পল আমৃত্যু যিশুর বাণী প্রচার করে গেছেন। বাণী প্রচার করতে গিয়ে রোমে সম্রাট নিরোর আদেশে পলকে শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। ৯

যিশুর দেহ ও রক্ত

অপূর্ব জন রায়

যিশুর দেহ ও রক্ত
স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর মৃত্যু ও কষ্ট।
যিশুর দেহ ও রক্ত
তারি জন্য আমরা সবে ক্ষুধার্ত।
যিশুর দেহ ও রক্ত
আমাদের অন্তরে সর্বদা সঞ্চারিত।
যিশুর দেহ ও রক্ত
করে তোলে আমাদের শুচিস্নাত।
যিশুর দেহ ও রক্ত
আমাদের হৃদয়কে করে সিক্ত।
যিশুর দেহ ও রক্ত
ঐশ জীবনধারায় হৃদয় আশান্বিত।
যিশুর দেহ-রক্ত
করে আমাদের সদাই পরিতৃপ্ত।
যিশুর দেহ ও রক্ত
শেখায় ক্ষমা, ভালোবাসা ও সত্য।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

(২০ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

ইকোভিলেজ ডিজাইন

বনিফেস সুব্রত গমেজ

ইকোভিলেজের ৪টি মাত্রা: ১) ইকোলজি ২) সামাজিক ৩) অর্থনৈতিক ও ৪) বিশ্বদৃষ্টি।

১) ইকোলজি মাত্রা:

ইকোভিলেজ মানুষকে পৃথিবীর সাথে তাদের ব্যক্তিগত যোগসূত্র বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মানুষ তার প্রতিদিনের জীবনে মাটি, পানি, বায়ু, গাছ ও প্রাণীর সাথে তার যোগাযোগকে সমৃদ্ধ করে। তারা নিজেরা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজনগুলি মিটিয়ে থাকে, যেমন- খাবার, পোষাক, আশ্রয়, জীবন-জীবিকা, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, এগুলি যোগাড় করে প্রকৃতির বিভিন্ন চক্রগুলি মেনে চলার মধ্য দিয়ে। পারমাকালচার, পরিবেশ, অর্থ, স্থায়িত্বশীল সমাজ গঠন ও তার পরিকল্পনার মূলে রয়েছে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাবোধ। একটি ইকোভিলেজ, তার মাটি, আকাশ, বাতাস, পানি ও পরিবেশের সাথে এমন ভাবে যুক্ত, যা থেকে মানুষ, উদ্ভিদ, প্রাণী সব কিছুই উপকৃত হয়। পরিকল্পনাকারীগণ এমন করে নকশা পরিকল্পনা করেন যে, তা জীবন রক্ষাকারী প্রাকৃতিক কার্যক্রমকে শুধু সংরক্ষণই নয় বরং যেখানে সম্ভব সেখানেই তা বৃদ্ধিলাভ করে। এর প্রাচীন কৌশল হলো প্রকৃতির সাথে কাজ করা, প্রকৃতির বিরুদ্ধে নয়। স্থায়িত্বশীল বসতি পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল, আত্ম-নির্ভরশীল, নিজস্ব ব্যবস্থাপনা, নিজে থেকে পুনর্জীবিত হবার একটি 'জীবন্ত ব্যবস্থা' এবং কার্বন সৃষ্টিকারী কাজকে বাঁধা প্রদান করা। ইকোলজি বা পারমাকালচার শুধুমাত্র একটি বাড়ি নিয়েই ভাবে না বরং একটি গ্রাম বা সমাজের সব বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ।

ইকোলজি বলতে বুঝায়

- জৈব খাদ্য উৎপাদনকে সমর্থন করা।
- ইকোভিলেজের উৎপাদন এলাকার মধ্যে যতোটুকু সম্ভব ততোটুকু পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করা।
- স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী সামগ্রী দিয়ে গৃহ নির্মাণ করা।
- পুনরায় ব্যবহার উপযোগী শক্তি ব্যবহার করা।
- জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।
- ইকোভিলেজে বাণিজ্য নীতিমালা করা।
- প্রাকৃতিক শক্তি ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাটি, পানি ও বায়ুকে বিশুদ্ধ রাখা ও সুরক্ষা প্রদান করা।
- প্রকৃতিকে সংরক্ষণ, বনভূমি ও প্রাণীকূলকে নিরাপত্তা প্রদান করা।

সমস্ত ব্যবস্থাটি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, পারস্পরিক সমঝোতায় দেয়া-নেয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। আমরা নিজেদের জীবনে ও সংগঠনে মৌলিক সমঝোতার বিষয়টি কতোটুকু আত্মস্থ করতে পেরেছি সেটাই হল এ ব্যবস্থার মধ্য থেকে আমাদের অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যা। (জোয়ান্না মেসি)

ইকোলজি সম্পর্কে ৫টি ধারণা চিত্র:

- ***সবুজ গৃহ তৈরি ও পুরাতন ঘরকে সবুজ করা:*** এতে জানা যায় ঘর তৈরিতে কীভাবে স্বতন্ত্র লোকজ, স্থানীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত আরো বেশি পরিবেশ-বান্ধব উপাদান এবং কার্যকর শক্তি ব্যবহার করা যায়।
- ***স্থানীয় খাদ্য ও পুষ্টি উপাদান:*** ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্যে স্থানীয়ভাবে খাদ্য উৎপাদনে উদ্যোগী হওয়া।
- ***পানি, বিদ্যুৎ ও অবকাঠামো:*** প্রযুক্তি সমূহের একটি সামগ্রীকতা, তাদের কার্যক্ষমতার একটি বাস্তবসম্মত পর্যালোচনা।
- ***প্রকৃতি ও শহরের পুনর্গঠন এবং দুর্যোগ থেকে ঘুরে দাঁড়ানো:*** ইকোভিলেজ সমাজের জ্ঞান নানাভাবে স্থানীয় পরিবেশের স্বাস্থ্য উদ্ধারে ব্যবহার করে। একটি সমন্বিত ইকোভিলেজ নকশা তৈরি, কার্যকর উপায়ে মানুষ এবং প্রকৃতি সৃষ্ট দুর্যোগের পুনর্গঠন কাজ, যা সামাজিক সম্পর্কগুলোকে আবারও গড়ে তোলে।
- ***নকশা করতে সামগ্রিক ব্যবস্থা পদ্ধতি:*** নকশাবিদগণ ইকোভিলেজ বা শহর পরিবর্তনের প্রকল্পকে স্থানীয় পরিবেশের সাথে সমন্বিত করে থাকেন।

২) সামাজিক মাত্রা:

ইকোভিলেজের সদস্যরা তাদের আশে পাশের মানুষের কাছ থেকে যেমন অনেক বেশি সাহায্য সহযোগিতা পায়, তেমনি তাদের আশে পাশের মানুষের প্রতিও তারা তদ্রুপ দায়িত্বশীল থাকেন। তাদের এই সংঘবদ্ধ জীবনে আত্মীয়তার অনুভূতি খুবই গভীর। এই সমাজটি ছোট হওয়ায় প্রত্যেক অনুসারীগণ নিজেকে নিরাপদ মনে করেন, প্রত্যেকের ক্ষমতায়ন ঘটে, প্রত্যেকেই দৃশ্যমান থাকেন এবং প্রত্যেকের কথাই আলাদা করে শোনা যায়। ফলে সকল সদস্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নিতে পারেন, যা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাদের নিজেদের জীবন ও সমাজকে প্রভাবিত করে।

ইকো সমাজ বলতে বোঝায়

- একে অন্যকে চেনা ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।
- সবাই মিলে সামাজিক সম্পদ ব্যবহার ও প্রয়োজনে অন্যকে সহায়তা প্রদান করা।
- সকলের সার্বিক স্বাস্থ্য ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য বিধির প্রতি গুরুত্বারোপ করা।
- সকলের জন্যে কাজের সুযোগ এবং প্রত্যেক সদস্যই যেন টিকে থাকতে পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা।
- নিরন্তর শিক্ষাগ্রহণে সকলকে আগ্রহী করা।
- ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা করার মাধ্যমে একতা ধরে রাখতে উৎসাহিত করা।
- সাংস্কৃতিক রীতি-নীতিকে ধারণ করা।

প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ: প্রচলিত ব্যবস্থায় বাস করে সমাজকে স্বাস্থ্যবান, সম্প্রীতিপূর্ণ ও সমবায়ী করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ এবং সেটাকে ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সীমারেখা ও ভুল বোঝাবুঝির মধ্যে থেকে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা চাট্টিখানি কথা নয়। এর জন্যে প্রয়োজন স্থির, স্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সাহসী সংকল্প। দ্বন্দ্বের কারণে ইকোভিলেজ এবং এ রকম আরো অনেক সাহসী উদ্যোগ ভেস্তে গেছে। আর তাই একটি সফল সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে এর মধ্যে অবশ্যই একটি কার্যকরী প্রক্রিয়াও অন্তর্ভূক্ত থাকা উচিত। যার কাজ হবে মানুষের মধ্যে সকল দুঃখ ও সক্রিয় সহিংসতাকে দূরে সরিয়ে রাখা। দায়িত্ব নিতে হবে নতুন আদর্শ সৃষ্টি করার জন্য। আর বলিষ্ঠ গঠনমূলক সামাজিক দক্ষতা যেমন শেখা যায় তেমনি শেখানোও যায়। আর তাই ইকোভিলেজ ডিজাইন এডুকেশন এর সামাজিক ব্যাপ্তি আমাদেরকে কিছু অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং বিষয়টির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্যে আমাদের কিছু দক্ষতা ও উপকরণ দিয়ে সহায়তা করে। স্থায়িত্বশীল সমাজের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল ইকোভিলেজ। এই সমাজ মানুষের অন্তর্নিহিত পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে দৃশ্যমান করার ভাষা, কৌশল তৈরি ও তা বাস্তবায়নের অপূর্ব সুযোগ করে দেয়। এ ভাষা ও কৌশলগুলো আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে পারি, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি এবং তার উন্নয়নও ঘটাতে পারি। এ পাঠ্যক্রমে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞা যতোটা সম্ভব দিয়ে যেতে চাই, যা প্রতিনিয়ত বেড়ে চলছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন সমাজ গঠনে এবং পুরাতন সমাজকে নতুন আঙ্গিকে গড়তে সহায়তা করা। সমাজ তখনই বিকশিত হয় যখন এতে বসবাসকারী মানুষগুলোর বিকাশ ঘটে।

(চলবে)

(২০ সংখ্যার পরবর্তী অংশ)

পৃথিবীর আর্তনাদ ও পোপ ফ্রান্সিসের আহ্বানঃ পরিবেশ নীতি, নৈতিকতা ও পদ্ধতিগত চিন্তা-ভাবনা

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

৪। বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সংলাপঃ পোপ ফ্রান্সিস ও বিবর্তনতত্ত্ব

আজকের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে খ্রিস্টীয় মৌলবাদীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ যেখানে এখনো জীববৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে চলছে, সেখানে পোপ ফ্রান্সিসের পক্ষ থেকে বিবর্তন প্রসঙ্গে নির্ভীক ও স্বাভাবিক ভাষায় উল্লেখ সত্যিই বিস্ময়কর এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি কোনো আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গি গ্রহণ করেননি বরং বিজ্ঞানের এই সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যটিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তা ধর্মীয় ভাবনার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। পোপের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সত্যধর্মীয় চেতনা কখনো বিজ্ঞানের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং উভয়ই, যথার্থ ব্যবহৃত হলে, মানুষের হৃদয় ও বিবেককে জাগ্রত করতে পারে।

পোপ ফ্রান্সিস 'লাওদাতো সি' দলিলের সূচনাতেই বিশ্ববাসীর প্রতি যে বার্তা প্রদান করেন, তা বিজ্ঞান, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার একত্রে পথ চলার এক অনন্য আহ্বান:

"আমি শুরু করব বর্তমান পরিবেশগত সংকটের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক সংক্ষেপে পর্যালোচনার মাধ্যমে। আমার লক্ষ্য হলো- সমকালীন যুগের সর্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, সেগুলোর দ্বারা অন্তরস্পর্শীভাবে আলোড়িত হওয়া এবং এসব সত্যকে ভিত্তি করে এমন এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক যাত্রাপথ নির্মাণ করা, যা মানবজাতিকে একটি টেকসই ও ন্যায়ভিত্তিক ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করতে পারে" (১৫)।

এই ঘোষণার মাধ্যমে পোপ কেবল পরিবেশের সংকট সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত উপলব্ধিকে সম্মান জানান না, বরং তিনি এই বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিকে ধর্মীয় ও নৈতিক বিবেচনার সঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বিত জগতদর্শনের দিশা প্রদান করেন। এটি এক প্রগতিশীল ধারার প্রতিচ্ছবি, যেখানে বিশ্বাস ও বিজ্ঞান পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে, বিশ্বের প্রকৃতি কিংবা মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক বক্তব্যগুলো প্রায়শই সরাসরি সত্য হিসেবে বিবেচিত হতো, এবং এসব বক্তব্যকে প্রশ্ন করা বা পরিবর্তনের চেষ্টা করা হলে তা 'হেরেসি', ভ্রান্তমতবাদ বা ধর্মদ্রোহিতা (heresy) হিসেবে গণ্য করা হতো। চার্চের এই কঠোর অবস্থানই বিজ্ঞান ও মৌলবাদী খ্রিস্টধর্মের মধ্যে সুপরিচিত বিরোধের জন্ম দিয়েছে, যা আজও চলমান।

এই বিরোধগুলোর মধ্যে, উভয় পক্ষের মৌলবাদীরা প্রায়ই এমন প্রতিকূল অবস্থান গ্রহণ করে থাকেন, যারা একদিকে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধ ও আনুমানিক প্রকৃতি, এবং অন্যদিকে ধর্মীয় ধর্মগ্রন্থের ভাষার রূপক ও প্রতীকী স্বভাব সম্পর্কে সচেতন থাকেন না।

পোপ ফ্রান্সিস এই সমস্যাটি সম্পর্কে সুপরিচিত বলেই মনে হয়, এবং তিনি সুস্পষ্টভাবে ধর্মীয় ভাষার প্রতীকী স্বভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন:

"আদি পুস্তক বা উৎপত্তি গ্রন্থের সৃষ্টিবর্ণনাগুলো তাদের নিজস্ব প্রতীকী ও কাহিনিভিত্তিক ভাষায় মানব অস্তিত্ব এবং এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর শিক্ষাবাণী বহন করে" (৬৬)।

আসলে, পোপ ফ্রান্সিস ধর্মীয় ভাষা মূলত নৈতিকতার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, অভিন্ন মঙ্গল বা সামষ্টিক কল্যাণের প্রতি যত্নশীল হওয়া একটি মূল্যবান কাজ-তা ধর্মীয় বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হোক বা না-ই হোক।

"নৈতিক নীতিগুলোকে নিছক বিমূর্ত ও প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন রূপে দেখা খুবই সরলীকৃত ধারণা হবে। এই নীতিগুলো যদি ধর্মীয় ভাষায় প্রকাশ পায়, তবুও তা জনপরিসরের আলোচনায় তাদের গুরুত্বকে খর্ব করে না। যুক্তির দ্বারা অনুধাবনযোগ্য যে নৈতিক নীতিগুলো, সেগুলো সর্বদা বিভিন্ন রূপে আবারও আবির্ভূত হতে পারে এবং বিভিন্ন ভাষায়, এমনকি ধর্মীয় ভাষাতেও, প্রকাশ পেতে পারে" (১৯৯)।

৫। সমন্বিত পরিবেশবিদ্যা (Integral Ecology)

জীবনের জৈবিক, জ্ঞানগত, সামাজিক ও পরিবেশগত দিকগুলোর সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই "লাওদাতো সি" নথির ভাবধারায় অন্তর্নিহিত। পোপ স্পষ্টভাবে বলেন, আমাদের বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হলে নতুন ধরনের চিন্তার প্রয়োজন, এবং তিনি পরিষ্কার করে দেন যে, এই নতুন চিন্তাভাবনার অর্থ হচ্ছে সংযুক্ততা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে চিন্তা করা - অর্থাৎ, এক প্রকার ব্যবস্থাগত (systemic) চিন্তা।

মানুষের, জীবন, সমাজ এবং প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে নতুন চিন্তা ধারা প্রচারে আমরা যত্নশীল না হলে, আমাদের শিক্ষা প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর থাকবে (২১৫)।

এই মহাবিশ্বে, যা উন্মুক্ত ও আন্তঃসংযুক্ত ব্যবস্থায় গঠিত, সেখানে আমরা অসংখ্য সম্পর্ক ও অংশগ্রহণের রূপ খুঁজে পেতে পারি (৭৯)।

সবকিছু কতটা আন্তঃসংযুক্ত তা যথেষ্ট জোর দিয়ে বলা যায় না; সময় ও স্থান একে অপরের থেকে আলাদা নয়, এমনকি পরমাণু বা উপ-পরমাণু কণাগুলোকেও আলাদাভাবে বিবেচনা করা যায় না (১৩৮)।

এই ভাবধারা, যেখানে প্রতিটি সত্তা ও প্রক্রিয়া একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল, সেটাই "সমন্বিত পরিবেশবিদ্যা"-র মর্মবস্তু।

পোপ ফ্রান্সিস "সমন্বিত পরিবেশবিদ্যা" (integral ecology) শব্দটি ব্যবহার করেছেন একটি ব্যবস্থাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝাতে, যেখানে তিনি বিশেষভাবে পরিবেশগত ও সামাজিক সমস্যাগুলোর পারস্পরিক নির্ভরতা এবং স্থানীয় ও আদিবাসী সংস্কৃতিকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন:

যেহেতু সবকিছু ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং আজকের সমস্যাগুলো এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যা বৈশ্বিক সংকটের প্রতিটি দিককে বিবেচনায় নিতে সক্ষম, তাই আমি প্রস্তাব করছি যে, আমরা এখন একটি সমন্বিত পরিবেশবিজ্ঞানের কিছু উপাদান নিয়ে ভাবি, যা স্পষ্টভাবে তার মানবিক ও সামাজিক মাত্রাগুলোকে সম্মান করে।

"আজ আমাদের বুঝতে হবে যে, প্রকৃত পরিবেশগত পদ্ধতি সবসময়ই একটি সামাজিক পদ্ধতিতে রূপ নেয়; এটি অবশ্যই পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় ন্যায়বিচারের প্রশ্নগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিবে, যাতে আমরা পৃথিবীর কান্না এবং দরিদ্রদের আর্তনাদ - উভয়ই শোনা যায়" (৪৯)। *(চলবে)*

সাঁওতাল বিদ্রোহের তীর্থভূমি ভগনাডিহি এবং অতঃপর

মিথুশিলাক মুরমু

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর সুযোগ হয়েছিলো সাঁওতাল বিদ্রোহের তীর্থভূমি ভগনাডিহির মাটিতে পা রাখার। পাকুড় থেকে প্রাইভেট গাড়িতে উঠে বসলাম ৪ জন, একজন নরওয়েজিয়ান মিশনারী রেভারেণ্ড তরবিজন লিড, দু'জন বাংলাদেশী (মিস্টার ষ্টেফান সরেন সর্ন্দভ লেখক) এবং জিদআতো মিশনের পরিচালক রেভারেণ্ড ষ্টিফেন সরেন-এর পুত্র আলফ্রেড সরেন আমাদের পথপ্রদর্শক। ভগনাডিহির কথাতে সত্যিই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিলাম। যাবার প্রাক্কালে চোখে পড়ে পাকুড় শহরের প্রান্তভাগে 'সিধু-কানু' পার্ক; বিশাল জায়গা নিয়ে নির্মিত, এখানেই ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষেরা জিরিয়ে নেন; আবার প্রিয়জন নিয়ে মুক্ত বাতাসে বিহঙ্গের মতো পাখা মেলে। ইতোমধ্যেই জেনেছি, পাকুড় থেকে প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক পথ অতিক্রম করতে হবে, আর পথটিও বেশ দুর্গম এবং আঁকাবাঁকা। সাঁওতাল অধ্যুষিত ভগনাদিহি পৌঁছাতে অনেকগুলো আদিবাসী গ্রাম, বাজার, কিছুটা পাহাড়ি পথ আমাদেরকে আকর্ষিত করে তুলেছে। যাবার রাস্তায় খোলা চোখে আদিবাসী সাঁওতালদের ভগ্নদশা দেখে মনে পীড়া লেগেছে কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হয়েছি, এলাকাটিতে আদিবাসীদেরই আধিপত্য; আদিবাসীরাই মিলেমিশে বসবাস করছে স্মরণাতীতকাল থেকে। দূর থেকেই ভগনাডিহির রূপের উজ্জ্বলতা আঁচ করতে পেরেছিলাম, ইট-পাথরের নির্মিত স্মৃতিস্মারক আমাদেরকে বিকুলিত করে তোলে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে পৌঁছানোর পর ১৬৭ বছর পেছনে ফিরে তাকানোর চেষ্টা করেছিলাম, কী চেতনা কিংবা কতোটুকু আত্মসম্মান থাকলে অরণ্যচারীরা শৃঙ্খলাকে অস্বীকার করে! প্রায় পৌনে দু'শো বছর পরেও যেখানে শিক্ষার আলো ঠিকভাবে বিকশিত হতে পারেনি, তাহলে বীরযোদ্ধারা কীসের আলোয় আলোকিত হয়েছিলেন! কোন উলসী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমগ্র সাঁওতাল সমাজের নীতি নৈতিকতা এবং বন্ধনকে উৎরিয়ে হুল বা বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিলো! সাঁওতালরা কর্মঠ, আনন্দ প্রিয়, শান্তি সৌন্দর্য জীবনের পরম প্রাপ্তি, সত্যিই সেদিন সাঁওতাল পল্লীতে আনন্দের মাদলের ধ্বনিতে বিবেক শাণিত হয়েছিলো; অন্যায়ের বিরুদ্ধে, প্রিয়জনদের সম্মান রক্ষার্থে হিংসাত্মক পথে নয় কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবেই কলকাতার পথে লংমার্চ করেছিলো। যারা দিনের পর দিন আদিবাসী সাঁওতালদের ঠকিয়েছে, খাটিয়েছে; দাস শ্রমিকের ন্যায় অনন্তকাল দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলো; তারা নড়েচড়ে উঠেছে, প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছে, আর প্রশাসন সাঁওতালদের ক্ষান্ত করতে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। ৭ জুলাই মহেশলাল দারোগা ভগনাডিহিতে দলবল নিয়ে গ্রেপ্তার করতে আসলে হত্যার শিকার হন; সিধু-কানু হুল হুল বলে চিৎকার করে, স্বাধীনতার চিৎকার পৌঁছায় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে দিক-দিগন্তে।

পশ্চিমাকাশের সূর্য বার বার তাগিদ দিয়েছে, দেরী না করেই সিধু-কানু, চাঁদ-ভাইরো, ফুলো-জানো'রা চেতনার স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার সাঁওতালদের রুদ্ধ বিবেকে। রাজমহল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ভাগলপুর এবং মুর্শিদাবাদের একাংশ নিয়ে গঠিত 'দামিন-ই কোহ' অঞ্চল; সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রাক্কালে এই অঞ্চলে ছিলো সাঁওতালদের ১৪৭৩টি গ্রাম, যেখানে বসবাস করতো ৮২,৭৯৫ জন সাঁওতাল। ৩০ জুন, ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৩২-৩৩ বৎসর বয়সের বীর্যবান যুবক সিদু-কানু অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়ালেন। অশান্ত হৃদয় কিন্তু সুস্থির, গায়ের রং কালো হলেও তারা সাদা মনের মানুষ। মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল, লম্বা চেহারা; সমবেত ১০ হাজার বিক্ষুব্ধ আদিবাসী সাঁওতালদের উদ্দেশে দরাজ গলায় বলে উঠলেন, 'আমরা রাজা মহাজনদের সবাইকে খতম করব, পরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দেব, আমাদেরই রাজ্য হবে। আমরা মহিষে টানা লাঙ্গল ৮ আনায় ও বলদে টানা লাঙ্গল ৪ আনায় দেব আর সরকার আমাদের কথা না রাখলে আমরা যুদ্ধ আরম্ভ করব, দেকোদের খতম করব এবং আমরাই রাজা হব।' সেদিন হয়তো তিনি আরো বলেছিলেন, 'আমাদের লোকেরা দিনের পর দিন নির্যাতন, অত্যাচার ও অবিচারের ভারে নুব্জ্য হয়ে পড়েছে; ন্যায় বিচারের আজাহারি সরকার বাহাদুরের কাছে পৌঁছাচ্ছে না; পৌঁছাচ্ছে না ঠাকুরজিউ-এর কাছেও। আমাদের মেয়েরা, স্ত্রীরা, সন্তানেরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে, শ্লীলতহানি হচ্ছে, ঋণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে গৃহপালিত পশু গরু-ছাগল-মহিষ, থালা-ঘটি-বাটি এমনকি ঘরের দেবতা খ্যাত নারীদের হাতের বালা পর্যন্ত লোলুপ দৃষ্টি থেকে এড়ায়নি। আর কতকাল আপনারা নিশ্চুপ থাকবেন, জেগে ওঠুন; দেয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকেছে। স্বরাজ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমাদের সামনে আর কোনো বিকল্প পথ নেই। জয় হোক ঠাকুরজিউ-এর, জয় হোক পারগানা, মাজহী বাবাদের।' উল্লেখ্য যে, সমসাময়িক এক ইংরেজ লেখকের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুদের হার ছিলো ক্ষেত্র বিশেষে ৫০ থেকে ৫০০ শতাংশ। ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে শস্য, গবাদি পশু, এমনকি নিজে কিংবা নিজের পরিবারের সদস্যকে আজীবন বিক্রি করে দিতে হতো।'

সিধু-কানু'র নাড়ীপোতা বাড়ির অদূরেই আরেকটি স্মৃতিপার্ক। অনুমিত হয়, একাবিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নে নির্মিত হয়েছে। আকাঙ্ক্ষিত হয়ে দ্রুতই হাজির হলাম, এখানে রয়েছে দু'টি স্বতন্ত্র জায়গায় সিধু-কানু'র ব্রোঞ্জ নির্মিত অবয়ব। আরেক পার্শ্বে চাঁদ–ভাইরো'র অবয়ব। হুলে ব্যবহৃত নিজস্ব অস্ত্র গুচ্ছিত তীর-ধনুক পেছনের ঠোঙ্গাতে দণ্ডায়মান; মনে হয়েছে কোনো একজন সিদু-কানু প্রেমিক ঠোঙ্গা থেকে তীর সংগ্রহ করেছে, এটি তার জন্যে প্রদীপ্ত হওয়ার স্মারক। সঠিক তত্ত্বাবধান ও যত্নবান হওয়ার বাসনা অভাবে ঐতিহাসিক স্মারকগুলো নিশ্চিহ্ন হতে পারে, সেক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আবশ্যক। একটি দু'টি করে ১২টি সিঁড়ির ওপর বসানো অবয়বগুলো সাঁওতাল হুলের পূর্ণতার প্রতীকই ঘোষণা করে চলেছে। জেনেছি– কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা সিধু-কানুর অবয়বকে গুড়িয়ে দিতে আক্রান্ত হয়েছিলো, বোধ করি এখনও সমাজ ও দেশের শত্রুরা সক্রিয় রয়েছে। সর্বোপরি, স্মৃতিস্মারক পার্কটির প্রতি স্থানীয় প্রশাসন কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ প্রত্যাশিত। এবার সিধু-কানুদের উত্তসূরীদের পরিবার পরিদর্শন করি। ভগনাডিহির কাঁচা রাস্তায় পিচের ছোঁয়া পড়েছে নিকট সম্প্রতিতে, তবে সেখানেও অবহেলার ছাপ স্পষ্ট। এঁটেল মাটিতে নির্মিত ঘরগুলো বেশ পরিচ্ছন্ন, দেওয়ালে সৌন্দর্যবর্ধন ফুল-পাতার সমাহার। ঘরে প্রবেশ মুখেই সিধু-কানু'র আবক্ষ অবয়ব। অতিথির মতোই আমাদেরকে স্বাগতম জানানো হলো, দেওয়া হলো ঘটিতে জল; কুশল বিনিময়ের পরই উপস্থিত নারীদের সঙ্গে মতবিনিময় করি। শীর্ণ দেহের উত্তসূরীরা সরকারের দৃষ্টিতে এখনো উপেক্ষিত, চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি চাকুরিও যেন পরিবারের জন্য সোনার হরিণ সাদৃশ্য। নারী সদস্যদের অপলক দৃষ্টির চাহনিতে হতাশা, দুশ্চিন্তা, ভবিষ্যতের দুরাশাগুলোই পাখির চোখে দেখেছিলাম। স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম, সুস্থ জীবনের শারীরিক-মানসিক যুদ্ধ নিয়তই জীবনচক্রকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। প্রয়োজন তাদের পুনর্বাসন, স্বাভাবিক স্বচ্ছলতা; এতে করে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবন বিসর্জনের তালিকা দীর্ঘ হবে বৈ কমবে না। প্রায় পৌনে দু'শ বছর পূর্বে চেতনার প্রজ্বলিত মশাল নেতিয়ে গেছে, শিক্ষার মশাল প্রজ্বলিত হলেই প্রজন্মরা সিধু-কানু, চাঁদ-ভাইরো, ফুলো-জানো'র

আত্মত্যাগ, আত্মদানের যথার্থ মূল্যায়নে সামর্থ হবে। চেতনার আলোকচ্ছটার বিচ্ছুরণ বিশ্বকে আলোকময় করবে।

ভগনাডিহি গ্রামকে এক পলক দেখার লক্ষ্যে সামনে এগুতেই মসজিদের উপস্থিতি আমাকে কিছুটা আশ্চর্জানিত করেছে। আমার কল্পনার সীমানা পেরিয়ে মুসলিমদের আবাসকেন্দ্রের উপস্থিতিতে এখনো আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়েছে। হতে পারে এটি আমার বিশ্বাসের দূর্বলতা, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিশ্বাসের আঁকর ভিন্ন হতে পারে। আমি আমার বিক্ষুব্ধ মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, সবকিছুই সম্ভবপর কিন্তু হৃদয়াকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, আনাগোনা কমেনি। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জুন ডিকুদের অর্থাৎ বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিন্দুদের কচলন থেকে বাঁচার লড়াইয়ে প্রায় ৩০ হাজার আদিবাসী সাঁওতালকে আত্মহুতি দিতে হয়েছে; পুনরাবৃত্তির আশঙ্কাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আশপাশের রাজ্য কিংবা রাষ্ট্রের দিকে বিশ্লেষণাত্মকভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। ২৩ জুন ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশকে করায়ত্ব করে, শাসন ক্ষমতা দীর্ঘায়িত হয় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। সিধু-কানু'র ভগনাডিহি কী ৩০ জুনের পুনরাবৃত্তিতে সক্ষম! আদিবাসী সাঁওতালদের অবিবেচক সিদ্ধান্ত গোটা জাতিকে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

দামিন-ই কোহ ফরাসি শব্দ, এটির শব্দগত অর্থ হলো পর্বতের পাদদেশ। সাঁওতাল বিদ্রোহের পরবর্তীকালে অঞ্চলটি সাঁওতাল পরগণা হিসেবে আখ্যায়িত। বুকানন হ্যামিল্টনের অপ্রকাশিত দলিল থেকে জানা যায়, বীরভূমের রাজাদের পুনঃ পুনঃ নির্যাতন-অত্যাচারের থাবা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে সাঁওতালরা বীরভূম ত্যাগ করেন এবং গোড্ডা মহকুমা অঞ্চলের বনাঞ্চল পরিষ্কার করে থিতু হন। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই স্থানে প্রায় ৪২৭টি সাঁওতাল গ্রাম বসতি স্থাপন করে এবং জীবন নির্বাহ করতে থাকে। ইতোমধ্যেই অর্থাৎ ১৮৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে সার্ভেয়ার ক্যাপ্টেন টানারের নেতৃত্বে দামিন-ই- কোহ'র সীমানা নির্ধারিত হয়। তৎকালীন সময়ে এটির আয়তন দাঁড়ায় ১৩৬৬.০১ বর্গমাইল। এরমধ্যে ৫০০ বর্গমাইলে কোনো পাহাড় ছিলো না, তবে ২৫৪ বর্গমাইল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। মাত্র ২৫৪ বর্গমাইল জমি ছিলো আবাদযোগ্য। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৮-১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সরকারিভাবে রাজমহলের পশ্চিম দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করে সাঁওতালদের বসবাসের আহ্বান জানায়। অরণ্যচারী সাঁওতালরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই দলে দলে কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারীবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম থেকে দামিন-ই- কোহতে বসবাস শুরু করে। সাঁওতালরা জঙ্গল সাফ করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করে, সুখ-শান্তি, আনন্দ ও উৎসব প্রিয়রা জীবনের চাকাকে সচল করতে উদয়স্ত হস্তে পরিশ্রম করতে থাকে। ইংরেজ কোম্পানীর মি. পানসেট নামে একজনকে অত্র অঞ্চলের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করে। তার অধীনে ছিলো আরো চারজন নায়েব সেজোয়াল বা দারোগা। এদের কাজ ছিলো রাজস্ব আদায় করা। এই অঞ্চলের ফৌজদারী দায়িত্বে ছিলেন ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এবং থানা ছিলো ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে, যা ছিলো এই অঞ্চল থেকে ক্রোশ ক্রোশ দূরে; অর্থনৈতিকভাবে ভগ্নদশা সাঁওতালদের পক্ষে পৌছানো অকল্পনীয়। মাত্র ১৬/১৭ বছরের মধ্যেই ভয়ংকর হারে খাজনার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিলো। কোম্পানীর এই বর্বরোচিত অত্যাচারের, জোর জুলুমের সহযোগী ছিলো জমিদার এবং মহাজনেরা। উপর্যুপরি খাজনার চাপে অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েছিলো, সহজ-সরল মানুষগুলো নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলো। সাঁওতালদের জীবনে মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে আর্বিভাব হয় জমিদার-মহাজনেরা। সাঁওতালরা শুধুই যে জমিদারদের শোষণের মুখে পড়েছে এমন নয়, তাদের শোষণ করেছে মহাজন, এমনকি স্থানীয় মধ্যবিত্ত হিন্দু ব্যবসায়ীরা পর্যন্ত।

বাংলাদেশের 'আরণ্য জনপদে' নামে আদিবাসীদের নিয়ে বেশ নামকরা একটি বই আছে। গ্রন্থটির লেখক আবদুস সাত্তার ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহকে 'হাঙ্গামা' বলে উল্লেখ করেছেন। কার্ল মার্কস তাঁর Notes on Indian History তে সাঁওতাল বিদ্রোহকে 'গেরিলা যুদ্ধ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০০ বাংলায় তার 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ বা হুলকে 'সাঁওতাল উপবিপ্লব' বলেছেন। ভারতীয় ইতিহাসকার দিগম্বর চক্রবর্তীই সাঁওতাল সমাজের বাইরের কেউ যিনি ১৮৯৫-৯৬ লিখিত তার History of the Santal Hul {১৯৮৮} পুস্তকে হুলকে প্রথম 'হুল' হিসেবেই আখ্যায়িত করেছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সংগ্রাম শুরু হয়েছিলো ইংরেজ শাসনের কবল থেকে, ইংরেজ শাসকের দেশীয় তাঁবেদার জমিদারদের শোষণ থেকে মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার ধ্বনি নিয়ে।

বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের অনেক রাজ্যেই সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান নায়ক সিধু-কানু, চাঁদ-ভাইরো, ফুলো-জানো'দের স্মৃতি রক্ষায় ১৯92 খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছে 'সিধু-কানু বিশ্ববিদ্যালয়', অসংখ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। পার্ক ও স্ট্যাচু নির্মাণ করে চেতনার বিস্ফোরণ অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার চার রুপীর স্মারক ডাকটিকেট উন্মুক্ত করেছে। সত্যিই সমস্ত কিছু আমাদেরকে উদীপ্ত করে চলেছে কিন্তু ভগনাডিহির ভগ্নদশা আমাকে ব্যথিত করেছে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সুতিকাগার সিধু-কানু, চাঁদ-ভাইরো, ফুলো-জানো'দের বিচরণ ভূমি দৈন্যতার পরিচায়ক। চেতনার দৈন্যতার গণ্ডি পেরিয়ে ভগনাডিহি থেকেই আবারো ধ্বনিত হোক অন্যায়, অন্যায্য, অজাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর; প্রতিষ্ঠা হোক শান্তি ও সমৃদ্ধি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি। ৯

১৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ

থেকে' কলাম ফাদারেরই সৃষ্টি। এই কলামে লেখার মধ্য দিয়ে তিনি অন্য ধারার একটি পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এছাড়াও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অনলাইন পেজ বরেন্দ্রদূতে তিনি 'বিশ্ব মণ্ডলীর খবরা-খবর' ও 'সময়ের বিকল্প ভাবনা' নামক কলামে সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে বিশ্লেষণাত্মকধর্মী লেখা লিখতেন।

ফাদার সুনীল ডানিয়েল গুল্টা, মহিপাড়া ও বগুড়াতে পাল পুরোহিত হিসাবে সেবাকাজ করেছেন। বগুড়াতে তিনি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের অনলাইন রেডিও জ্যোতির পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। আর এই সময়ে রেডিও জ্যোতির জন্য বাইবেলভিত্তিক নাটিকা 'জীবনবাণী', ও ছোটদের নাটিকাগুচ্ছ 'কাকলী' বইআকারে প্রকাশ করেন। এছাড়াও Meditation: A Step of Inner Healing নামক একটি ইংরেজি বইও প্রকাশ করেছেন। রেডিও জ্যোতির অনুষ্ঠানের জন্য ফাদার 'যুব কল্লোল', 'অন্বেষণ ও নার্সিং হোম' 'চার্চ নিউজ', 'আজকের গণমাধ্যম', 'আন্তজার্তিক সমীক্ষা', ও 'মহিলাঙ্গন' বিভাগের জন্য ভিন্নস্বাদের লেখা লিখতেন। পরবর্তীতে রাজশাহী খ্রিস্টজ্যোতি পালকীয় সেন্টারে অবস্থান করে তিনি রেডিও জ্যোতি দেখাশোনা করতেন; এবং পরবর্তীতে মুশরইল ধর্মপল্লীতে সহকারী পাল পুরোহিতের দায়িত্বও পালন করেছেন। সঙ্গীতজ্ঞ ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও দুই বছর যাবৎ ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে ৫ জুন ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে দুপুর ১:৪০ মিনিটে রাজশাহী মিশন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে উপাসনা সঙ্গীতে যে কয়েকজন ব্যক্তি অসামান্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও অন্যতম। তিনি জীবনভর আপন বলয়ে আপন খেয়ালে সুর-সঙ্গীত নিয়ে খেলে সৃষ্টির কাজে মাতাল হয়েছিলেন। রাগ-রাগিণীর ভৈরবী ও ইমনে কাটিয়েছেন অধিকাংশ সময়। ভরাট কণ্ঠের মায়ায় উন্মত্ত করে রেখেছিলেন প্রিয় পাঠ-শ্রোতার মনবীণা। আর এই সৃষ্টির সুখের উল্লাস ছিলো সব খ্রিস্টকে ভালোবেসে। তাই খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীতের রাজত্বে ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী। ৯

খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীতে ফাদার সুনীল ডানিয়েল নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী

ফাদার সাগর কোড়াইয়া

দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর নিজ ভাষায় উপাসনা রীতির যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বোর্ণী, বনপাড়া ও মথুরাপুর ধর্মপল্লীর বয়ষ্ক খ্রিস্টভক্তরা কোনভাবেই গ্রহণ করতে পারেননি। যেহেতু তারা ল্যাটিন ভাষায় উপাসনা করে অভ্যস্ত তাই এটা হওয়াটা স্বাভাবিকই ছিলো। একটি ঘটনার কথা এখানে বলা যেতে পারে। অত্র এলাকায় খ্রিস্টযাগে হারমোনিয়াম-তবলা বাজিয়ে সঙ্গীত পরিচালনার ইতিহাস বেশি দিন আগের নয়। অত্র এলাকার মিশনগুলোর মধ্যে বোর্ণী ধর্মপল্লীতে সর্বপ্রথম ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ও ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে সেমিনারীয়ান থাকা অবস্থায় হারমোনিয়াম ও তবলা বাজিয়ে খ্রিস্টযাগে উপাসনা সঙ্গীত চালিয়েছিলেন। এ নিয়ে তৎকালীন মুরুব্বিদের নিকট তাদের দু'জনকে অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছে বটে। তবে সময়ের পরিক্রমায় সে চিত্র এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।

বাংলা ভাষায় খ্রিস্টীয় উপাসনা সঙ্গীত রচনা ও সুরারোপ শুরু হলে সে সময় অনেকেই এগিয়ে আসেন। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ফাদার প্যাট্রিক গমেজ, বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ফাদার পল ডি. রোজারিও ও ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও'র নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন সময়ে এই চারজন সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন সবেমাত্র সেমিনারীয়ান। হলফ করে বলা যায়, এই চারজন খ্রিস্টপ্রেমিক সঙ্গীতানুরাগী তাদের সঙ্গীতের মাঝে আজীবন বেঁচে থাকবেন। বিশপ জের্ভাস, ফাদার পল এবং ফাদার সুনীল ডানিয়েল ক্লাসমেট হওয়ায় তাদের মধ্যে সঙ্গীত ও লেখালেখি নিয়ে গবেষণা এবং প্রতিযোগিতা তাদেরকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলো। সঙ্গীতে এই তিনজন ছিলেন যেন ত্রিরত্ন। আবার তিনজনই হচ্ছেন রোজারিও পরিবারের সন্তান। তবে ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও ছিলেন দু'জনের চেয়ে একটু ব্যতিক্রম।

ফাদার সুনীল ডানিয়েলের জন্ম ৮ জানুয়ারি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে বোর্ণী ধর্মপল্লীর পারবোর্ণী গ্রামে। ছোটবেলা থেকেই ধার্মিক এক পরিবারে ফাদারের বেড়ে উঠা। বাবা ভিক্টর রোজারিও ও মা আগ্নেশ গমেজ। ভিক্টর রোজারিও রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর সাতানীপাড়া গ্রামের গায়েন বাড়ি থেকে এসে অত্র এলাকায় বসতি গড়ে তোলেন। এই এলাকায় এসেও বাড়ির নাম গায়েন বাড়িই রয়ে যায়। ভিক্টর রোজারিও ছিলেন সংস্কৃতিমনা। বৈরাগী বাড়ির জাকি মাষ্টারের সাথে তিনি বোর্ণী ধর্মপল্লীতে প্রথম বাজনার দল গড়ে তুলেছিলেন। মা আগ্নেশ গমেজ ছিলেন একজন ধার্মিকা মহিলা। সবুজ প্রকৃতি ও বড়াল নদের তীরে ফাদার বড় হয়েছেন। ফাদার প্যাট্রিক গমেজ সম্পর্কে ফাদার সুনীলের মামা হন। কৈশোরকালের কিছুটা সময় তাদের একসাথে কেটেছে। ফাদার প্যাট্রিক গমেজ ফাদার সুনীলের বিষয়ে বলেন, আমাদের মধ্যে প্রতিদিন সকালবেলা প্রতিযোগিতা ছিলো কে আগে খ্রিস্টযাগে সেবক হবো।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর ফাদার সুনীল ডানিয়েল সেমিনারীতে প্রবেশ করেন। তিনি সেমিনারীতে প্রবেশের পূর্ব থেকেই সঙ্গীত ও অভিনয়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। বিশপ জের্ভাস ও ফাদার পল ডি. রোজারিও সঙ্গীত রচনা করতেন। কিন্তু ফাদার সুনীল রচনা ও সুরারোপের মতো উভয় ক্ষেত্রেই ছিলেন দক্ষ। জানা যায়, বাংলা উপাসনা সঙ্গীতের আরেক যাদুকর ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা ফাদার সুনীল ডানিয়েলকে সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতেন। ধরতে গেলে সেই সময় থেকেই সঙ্গীত রচনায় হাতেখড়ি। ফাদারের সেমিনারীয়ান অবস্থায় রচিত গান এবং পরবর্তী গানগুলো প্রত্যেকটাই অনন্য এক আধ্যাত্মিক ভাব সৃষ্টি করে। গীতাবলীতে ফাদারের লেখা ও সুর করা অসংখ্য গান রয়েছে। তার গানের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেকটা গানই রাগনির্ভর। আর এই কারণেই গানগুলো বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ফাদার সুনীল ডানিয়েলের রচিত ও সুরারোপিত বাঞ্ছা পূর্ণ কর প্রভু, তুমি ভরসা/তৃষ্ণা বারি তুমি হে সাগর (১৩৬৭) ভজন গানটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এছাড়াও ফাদার সুনীলের আরেকটি অনন্য সৃষ্টি তোমারই বিশ্বে যা কিছু দেখেছি নাথ/সেবিছে তোমারে বন্দিছে প্রণত (১৫১) এই গান দুটি শিল্পী সুবীর নন্দী এমন দরদ দিয়ে গেয়েছেন যা স্রষ্টার প্রতি ফাদারের আকুল ভক্তিরই প্রকাশ। এছাড়াও গীতাবলীতে স্থান পাওয়া ফাদারের লেখা ও সুরারোপিত গানগুলো হচ্ছে, আকাশ বাতাস মুখরিত আজি ভরেছে গানে গানে (১০২০), আনন্দঘন আজ মধুর জাগরণ (৬৮৭), এসো এসো হে সুন্দর, স্বাগতম (৬০৪), এসো হে মহান, এসো পবিত্র (৫৫৯), জয় ঈশ-নন্দন, জয় খ্রীষ্টরাজ (৪৭), জয় জয় জয় হে (১৩৭৮), জয় জয়তু জীবন পূজারী (১৩৭৪), জয় নাম, জয় নাম, তোমারই চরণে প্রণাম (১৩৪০), পিতা নাম ভজ নাম (১৩৯৩), ভুল পথের কাণ্ডারী ওরে (৭৪৭), শক্তি দাও প্রভু মুক্তি দাও প্রভু (৯০৫) ও শান্তি রাণী প্রজ্ঞার রাণী (১১৪৮)। দীপক হালদারের লেখা লক্ষ জনের হৃদয় জুড়ে (৭৫৫) এবং ফাদার ফ্রান্সিস সীমা'র রচিত মধুর সুর আজি বাজে গগনে (৮১০) গানে ফাদার সুনীল ডানিয়েল সুর প্রদান করেছেন।

ফাদার সুনীল ডানিয়েল রোজারিও'র যাজকীয় জীবনটা হচ্ছে বর্ণময়। তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বলদীপুকুর ধর্মপল্লীতে তিনি যাজকীয় সেবাকাজ করেছেন। আর সেই সময় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি অরুন খালকো নামক একজন উঁরাও খ্রিস্টভক্তের সাথে 'ধার্মে অহ্মা' নামক উঁরাও কুড়ুক ও সাদ্রী ভাষায় প্রার্থনা ও উপাসনা সঙ্গীতের বই বের করেন। ফাদার সুনীল উঁরাও কুড়ুক ও সাদ্রী উভয় ভাষায় বেশ দক্ষ। এরপর ফিলিপিন্সে দুই মেয়াদে (১৯৮৮-১৯৯১ ও ২০০২-২০০৪) সাত বছর রেডিও ভেরিতাসের বাংলা বিভাগের কো-অর্ডিনেটর দায়িত্ব পালন করেন। এই সময় তিনি ফিলিপিন্সের স্টেট ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতায় মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এই সময় ওস্তাদ শাহাবুদ্দিনের নিকট আড়াই বছর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তালিম নেন। ফাদার সুনীল ডানিয়েলের ভরাট কণ্ঠ ঈশ্বরপ্রদত্ত। আর এই কণ্ঠের যাদুতে রেডিও ভেরিতাসে তিনি ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। সে সময় হাজার হাজার রেডিও ভেরিতাসের শ্রোতা ফাদার সুনীলের কণ্ঠ শোনার অপেক্ষায় থাকতেন।

ফাদার সুনীল ডানিয়েলকে সব্যসাচী বললেও ভুল হবে না। ফাদারের লেখার হাত চমৎকার; প্রত্যেকটি অঙ্গনে তিনি সোনার ফসল ফলিয়েছেন। প্রবন্ধ, নাটিকা, গান ও সংবাদ লেখার ক্ষেত্রে ফাদার হচ্ছেন সিদ্ধহস্ত। শুনেছি, এক সময় তিনি পড়তেনও প্রচুর। ভারতের নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা প্রত্যেকটি উপন্যাস তিনি পড়েছেন বলে জানি। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে 'বাংলার জনপদ

বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায় দেখুন...

কে এই মার্লিন জাদুকর?

মার্লিন জাদুকরের গল্প তো নিশ্চয়ই জানা আছে! তাকে নিয়ে তো সিনেমা, উপন্যাস আর টিভি অনুষ্ঠান কম হলো না। তবুও যেন রহস্য শেষ হয় না। আদিকালের কাহিনীতে আছে, রাজা আর্থারকে ক্যামেলোটের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন মার্লিন। মার্লিনের বুদ্ধি-পরামর্শ ও জাদুবলে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন রাজা আর্থার।

অনেক ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনা প্রচলিত রয়েছে মার্লিনকে নিয়ে। জিওফ্রে ব্রিতোনামের ইতিহাসে লেখা আছে, ব্রিটিশ রাজা ভর্টিজার্ন একবার একটি কেল্লা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বারবার চেষ্টা করার পরও কেল্লার কাজ শেষ করতে পারছিলেন না। পরে এক জাদুকর রাজাকে পরামর্শ দেয়, কুমারী মায়ের সন্তানের রক্ত যদি মাটিতে মেখে কেল্লার কাজ শুরু করা যায় তাহলে কাজটি ঠিকঠাক সম্পন্ন হবে।

কুমারী মায়ের সন্তান হিসেবে অ্যাম্ব্রোসিয়াসকে ধরে আনা হয়। অ্যাম্ব্রোসিয়াস জানায়, তাকে হত্যা না করে যদি কেল্লা তৈরির কাজ দেওয়া হয় তবে সে সফল হবে। কারণ সেখানে ডাইনোসরদের দুটি গোষ্ঠী রয়েছে। তারাই কেল্লা তৈরির কাজে বাধা দিচ্ছে। পরে রাজা ভর্টিজার্ন অ্যাম্ব্রোসিয়াসকেই কেল্লা বানানোর দায়িত্ব দেন। অনেক উপকথায় মার্লিনকেই দেখানো হয়েছে অ্যাম্ব্রোসিয়াস হিসেবে।

রবার্ট ডে বোরন মার্লিনকে নিয়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন। জিওফ্রে আর রবার্টের উপস্থাপনায় মার্লিনের সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও মার্লিনের বেশকিছু আশ্চর্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন জিওফ্রে। যেমন, বারবার রূপবদল করা। বোরন তাঁর কবিতায় আরো কিছু নতুন চরিত্রকে তুলে ধরেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ব্লেইস। ব্লেইসকে দেখানো হয়েছে মার্লিনের প্রভু হিসেবে।

মার্লিনের পতনের গল্পটাও বেশ মজার। মার্লিনের পতন হয় নিভিয়ানের হাতে। নর্থহাম্বারল্যান্ডের রাজকন্যা ছিল নিভিয়ান। তার প্রেমে পড়েছিল মার্লিন। নিভিয়ানের ভয় ছিল তাকে বশে আনার জন্য মার্লিন হয়তো তার জাদুশক্তি প্রয়োগ করবে। কৌশলে তাই নিভিয়ান মার্লিনকে বশে আনতে চেয়েছিল। নিভিয়ান জানিয়েছিল তার ভালোবাসা পেতে হলে মার্লিনের সব জাদু কৌশল নিভিয়ানকে শিখিয়ে দিতে হবে। তাতে রাজিও হয়েছিল মার্লিন। আর সেটাই মার্লিনের মৃত্যু ডেকে এনেছিল। রাজা আর্থারের ডাকে নিভিয়ানকে নিয়ে নর্থহাম্বারল্যান্ডের দিকে রওনা হয়েছিল মার্লিন। পথে তারা একটি গুহায় আশ্রয় নেয়। সেখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল মার্লিন। আর তখনই তাকে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে নিভিয়ান। মার্লিন কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি নিভিয়ানের প্রতি ভালোবাসা তার মৃত্যুর কারণ হবে। তাহলে সে হয়তো কখনোই নিজের জাদু নিভিয়ানকে শেখাত না।

তথ্যসূত্র: *https://www.ntvbd.com/kids/1576*

- প্রতিবেশী ডেস্ক

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি

যিশুর অমূল্য রক্ত

অপূর্ব গ্রেগরী ইন্দোয়ার

প্রভু যিশু এসেছিলে তুমি
মোদের তরে, মোদের ভালবেসে
ধুয়ে দিয়েছিলে মোদের যত পাপ
নিজের রক্ত দিয়ে।
মানুষ মোরা বড়ই পাপী
করেছি কত পাপ
হয়ে গিয়েছিলাম পাপের দাস।
বুঝিনি মোরা, কোন পথে গিয়েছি,
বুঝতে পারিনি কি কাজই না করেছি ?
কিন্তু, ওগো প্রভু, বন্ধু যিশু,
তুমিই খুলে দিয়েছিলে স্বর্গের দ্বার
পিতার কাছে যাবার সেই পথ।
ভালোবেসে করেছিলে মোদের উদ্ধার
ভেঙ্গে দিয়েছিলে পাপের রুদ্ধদ্বার।
কিন্তু মোরা, পাপী মানুষ
করেছি কত পাপময় কাজ,
কষাঘাত করে, ঝরিয়েছি কত
লাল টক টকে রক্ত তোমার।
কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়ে ঝরিয়েছি
প্রভু, তোমার রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায়।
হাত-পা পেরেকে বিদ্ধ করে
ঝরিয়েছি কত রক্ত।
বর্শা দিয়ে বুকের মাঝে করেছি বিদ্ধ
ঝরিয়েছি প্রভু তোমার
অমূল্য রক্ত।
তখন কি বুঝেছি প্রভু,
সেই অমূল্য রক্ত দ্বারা
তুমি ধুয়ে দিয়েছিলে
মোদের যত পাপ,
দিয়েছিলে শুচি শুভ্র বেসে
ঈশ্বর সন্তান হওয়ার যোগ্য অধিকার ?

বর্তমানে আমরা

রিক্তা জেনেভির গমেজ

ঘন্টার পর ঘন্টা মানুষ
মোবাইল ফোনে আকৃষ্ট
মুখ দেখে কারো যায় না বুঝা
তার ভিতরে কত কষ্ট।
ছবি আর পোস্ট দেখেও বুঝবে না তুমি
বললে কথা স্পষ্ট।
টাকার জোরে মিথ্যা বলে
করছে সমাজ নষ্ট,
সামনে ভালো পেছনে বদনাম
আসলে একে অন্যের প্রতি অতিষ্ঠ।
সৎ আর গরিব মনে চিকিৎসার অভাবে
অসৎ ধনীরা খেয়ে থাকে হৃষ্টপুষ্ট,
অন্যের দোষ খুঁজতে সবাই
করতে ব্যর্থ অনিষ্ট।
বিবেক বলে নেই কি তোমার
কোন কিছুই অবশিষ্ট?
সব ভুলে চলো করি
সৃষ্টিকর্তাকে তুষ্ট।

পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার নেটওয়ার্ক সেমিনার- ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ

সিস্টার মেরী ম্যাগ্‌ডালিন এসএমআরএ: গত ২৩ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট মেরীস্ গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজ, তুমিলিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর-এ ভাওয়াল আঞ্চলিক PWPN পরিষদ কর্তৃক পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনার নেটওয়ার্ক- বিষয়টির উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে ১৬০ জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত প্রার্থনার মাধ্যমে প্রোগ্রামটির কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ,কান্ট্রি ডিরেক্টর ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি এবং প্রত্যেক ধর্মপল্লী থেকে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তাদের প্রত্যেককে ফুলের শুভেচ্ছা এবং প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে প্রোগ্রামটি উদ্বোধন করা হয়। প্রোগ্রামটির মূল বক্তা ছিলেন ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি। তিনি পাওয়ার পয়েন্ট ব্যবহার করে অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় আকর্ষণীয় করে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন- পোপের বিশ্বব্যাপী প্রার্থনা নেটওয়ার্ক ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের Vals-pres-le puy- তে ফাদার ফ্রান্সিস জেভিয়ার গাট্রেল, এসজে “প্রার্থনায় শিষ্যত্ব” নামে যুব জেজুইটদের জন্য দৈহিক একটি আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন। EYM= Euchristic Youth Movement; এটি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে যুবাদের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব দিয়ে একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন শুরু হয়। তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত কুঞ্জন কুইয়া সকলের উদ্দেশে বিশেষ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশে তিনি বলেন- আজকের এই প্রোগ্রামের মূলপ্রতিপাদ্য বিষয় হলো- প্রার্থনা। দৈহিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের যেমন খাবারের প্রয়োজন তেমনি আমাদের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রার্থনা অনেক প্রয়োজন। খ্রিস্টযাগের শেষে ছিল মুক্ত আলোচনা ও মূল্যবান প্রস্তাব গ্রহণ। পুরো প্রোগ্রামটির উপস্থাপনায় ছিলেন- মিসেস মেরী পিউরীফিকেশন, শিক্ষিকা, সেন্ট মেরীস্ গার্লস হাইস্কুল এন্ড কলেজ, তুমিলিয়া। সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনার ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামের সমাপ্তি হয়।

হাজারো ভক্তের স্তুতি বন্দনায় পালিত হলো দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব

রিপন আব্রাহাম টলেন্টিনু: দীর্ঘ আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির (নভেনা প্রার্থনা, পুনর্মিলন সংস্কার গ্রহণ ও নিরামিশ ভোজন) পর গত ২০ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, উদ্‌যাপিত হলো ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর প্রতিপালক দীক্ষাগুরু সাধু যোহনের পর্ব দিবস। পর্বদিবসের পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়াসহ পার্শ্ববর্তী ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতগণ সহ ১০জন যাজক ও দুইজন ডিকন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিস্টার, ব্রাদার ও সেমিনারীয়ানসহ প্রায় ২০০০ হাজারের অধিক খ্রিস্টভক্ত। পর্বদিনে দুটি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। পবিত্র শোভাযাত্রার মাধ্যমে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। দীক্ষাগুরু সাধু যোহন এর মূর্তিতে পুষ্পমাল্য প্রধান করেন বিশপ মহোদয়। খ্রিস্টযাগে বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ বলেন, “দীক্ষাগুরু সাধু যোহন তার জীবনদ্দশায় সকল কিছু ছেড়ে মরুপ্রান্তরে পথে-ঘাটে যিশুর আগমনের বাণী প্রচার করে গিয়েছেন অতি নম্র ও দরিদ্রবেশে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা নিজেদের নম্র করতে পারিনা বরং নিজেদেরকে বড় করে ফুটিয়ে তোলতে গিয়ে অন্যায় ও পাপের পথগুলো বেছে নিচ্ছি।” তিনি আরও বলেন, দীক্ষাগুরু সাধু যোহন বিবাহের পবিত্রতা, মর্যাদা অটুট রাখা এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলতে গিয়ে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। এই জুবিলী বছরে দীক্ষাগুরু সাধু যোহন এর জীবন ধন্য করার মধ্যদিয়ে আমরা আমাদের জীবন সুন্দর, পবিত্র, আধ্যাত্মিক, সত্যময় করে তুলতে পারি।”

পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার কুঞ্জন কুইয়া সকল খ্রিস্টভক্তদের, পর্ব উদ্‌যাপন কমিটি ও আগত সকল ফাদার সিস্টারদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। পর্বীয় প্রার্থনা কার্ড, বিস্কুট আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে পর্বীয় খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হয়।

মহিপাড়া ধর্মপল্লীতে অনুষ্ঠিত হলো পাদুয়ার মহান সাধু আন্তনীর মহাপর্বোৎসব

লর্ড এম রোজারিও: গত ১৩ জুন মহিপাড়া ধর্মপল্লীতে সাধু আন্তনীর পর্ব উদ্‌যাপনকালে বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, আমরা সাধু আন্তনীর কাছে অনেকবার হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি কিন্তু আমাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে ফিরে পাওয়ার জন্য কেউ প্রার্থনা করি না। বাইবেলে আমরা দেখি ‘যদি সমস্ত জগত লাভ করে নিজের আত্মাকে হারাও তাতে কি লাভ?’ অর্থাৎ আমরা জাগতিক ভোগ বিলাসের জন্য সকল কিছু করতে প্রস্তুত থাকি কিন্তু নিজের জীবনটাকে সঠিক পথে চলতে সহায়তা করি না। তাই আসুন এই জুবিলী বর্ষে আমরা সাধু আন্তনীর মধ্যস্থতায় আমাদের হারানো আত্মাকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি যেটি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আশা।” উক্ত পর্বীয় মহাখ্রিস্টযাগে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ, ভিকার জেনারেল, ১৬ জন পুরোহিত, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ২০ জন সিস্টার ও প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করে। পর্বীয় তীর্থোৎসবের পূর্বে নয় দিনব্যাপী নভেনা প্রার্থনা করা হয়। পরিশেষে, মহিপাড়া ধর্মপল্লীর সহকারী পালপুরোহিত ফাদার নরেশ মার্ডী তীর্থোৎসবে অংশগ্রহণকারী ও সহায়তাকারী সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ ও নেতৃত্ব বিষয়ক ধর্মপ্রদেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা

এডওয়ার্ড হালদার: বিগত ১২-১৪ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সাতটি ধর্মপল্লী ও দু'টি উপ-ধর্মপল্লীর ভক্তজনগণ নিয়ে দুই দিন ব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার মূলভাব ছিল "ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ জীবনে বাইবেলের গুরুত্ব ও নারীর ক্ষমতায়ন"। কর্মশালায় মোট ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ, সিস্টার খ্রীষ্টিনা নীতু রোজারিও এলএইচসি, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, ফাদার বার্নাবাস মন্ডল, সেমিনারীয়ান স্বপন ঘটক, সিস্টার মিতা এলএইচসি, প্রেমানন্দ হালদার, সিলভেস্টার বিশ্বাস প্রমুখ।

কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজ জীবনে বাইবেলের গুরুত্ব, ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজের বৈশিষ্ট ও সপ্তধাপ পদ্ধতি, খ্রীষ্টিয় নেতৃত্ব, নারীর ক্ষমতায়ন, বর্তমান বাস্তবতায় নারীর কাজের ক্ষেত্র সমূহ এবং কাজ বাস্তবায়নে নারীর দক্ষতা, ক্ষুদ্র খ্রীষ্টিয় সমাজে নেতৃত্ব ও মনোভাব, রোজারী মালার গুরুত্ব এবং সপ্তধাপ পদ্ধতিতে প্রার্থনা। ২ দিন ব্যাপী কর্মশালার সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার জেরম রিংকু গোমেজ এবং সমাপনী ঘোষণার মধ্যে দিয়ে কর্মশালার সমাপ্ত করা হয়।

রাজশাহী সাধু পিতর সেমিনারিতে অনুষ্ঠিত হলো উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা

লর্ড এম রোজারিও: গত ১৬ জুন সেন্ট পিটারস্ সেমিনারিতে উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, "সেমিনারিতে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রমের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল সেমিনারিয়ানদের সকল বিষয়ে পারদর্শী করা। আমি এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।" উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী, উন্নয়ন প্রশাসক কর্মকর্তা ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, ফাদার লিটন কস্তা, ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী, আধ্যাত্মিক পরিচালক ও অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীরা। দেশের সমসাময়িক বিষয় ও মণ্ডলী এবং যুবা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগীরা আলোচনা করে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী বলেন, "তোমাদের এ জ্ঞান বিকাশের চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে যেন ভবিষ্যতে ভালো করতে পার।" পরিশেষে, পরিচালক ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডীর ধন্যবাদমূলক বক্তব্য ও পুরস্কার বিতরণীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স- ২০২৫

এডওয়ার্ড হালদার: বিগত ২৪ মে-০১ জুন, ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষ বরিশাল কাথলিক ডাইওসিসের সাতটি ধর্মপল্লী ও দু'টি উপ-ধর্মপল্লীর এসএসসি ছাত্র-ছাত্রী, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও এনিমেটরসহ মোট ১০২ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে এসএসসি উত্তর মানবিক ও খ্রীষ্টিয় গঠন প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটি আয়োজন করেন যুব কমিশন, বরিশাল কাথলিক ডাইওসিস।

গঠন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন যুব কমিশনের সমন্বয়কারী ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস, ফাদার ফ্রান্সিস লিটন গোমেজ, ফাদার বার্নাবাস মন্ডল, সেমিনারীয়ান স্বপন ঘটক, সিস্টার আইরিন আরএনডিএম, সিস্টার সিউলী আরএনডিএম, সিস্টার মেরী লাকী গোমেজ এলএইচসি, সিস্টার প্রীতি এলএইচসি প্রমুখ। বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও এর উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সেও কার্যক্রম শুরু করা হয়। কোর্সের অন্যতম আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন ধরণের প্রতিভা ও সৃজনশীল বিষয়ক প্রতিযোগিতা। ৮দিন ব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষে ছিল কোর্স মূল্যায়ন, সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ। বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও সমাপনী খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপ্তি হয়।

The Christian Cooperative Credit Union Ltd., Dhaka

Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A, East Tejturibazar, Tejgaon, Dhaka-1215
Tel: 9123764, 9139901-2, 58152640, 58153316, Fax: 9143079
E-mail: cccu.ltd@gmail.com, Website: www.cccul.com
Online News:dhakacreditnews.com, Online TV:dctvbd.com

Ref. # CCCUL/HRD/CEO/2024-2025/1179

JOB OPPORTUNITY

Date: 24 June, 2025

The Christian Cooperative Credit Union Limited, Dhaka is looking for an energetic, self-motivated and visionary Manager for Admin & Human Resource Development Department.

Position: Manager, Admin & HRD
Duty Station: Head Office with frequent visit to Service Centers, Projects and Site Offices

Key Job Responsibilities:
- Supervise all day-to-day activities of Admin & HR operations.
- Develop, Update and implement HR Policy, Strategies and initiatives aligned with the overall organizational strategy.
- Bridge management and employee relations by addressing demands, grievances or other issues.
- Manpower Forecasting, Planning and managing overall Human Resource Requirement.
- Manage the recruitment and selection process of whole organization and Projects.
- Support current and future growth of the organization through development, engagement, motivation and preservation of human capital.
- Nurture a positive working environment and promote cultural engagement.
- Oversee and manage a performance appraisal system that drives high performance.
- KPI Setting and Implementation.
- Maintain pay plan and benefits program.
- Assess training needs to implement and monitor training programs.
- Report to management and provide decision support through HR metrics.

Educational Requirements
- MBA/Masters preferably in Human Resource Management from any reputed university.
- PGD in HRM is a must.

Experience Requirements
- Minimum 15 years of experience in ensuring HR Process and Practices in reputed organization.
- Minimum 08 years' experience in supervisory role.
- Must have experience in managing minimum 400 employee-based organization.
- The applicants should have experience in the following area(s):
- KPI setting & implementation, HR process automation, Compliance

Additional Requirements
- Age in between 40-55 years.
- Both Male and Female professionals are encouraged to apply.
- Excellent proficiency in MS-Word, MS-Excel, MS-Power Point, Bangla typing (Bijoy 52).
- Good interpersonal skills, excellent teamwork, coordination & proactive attitude, especially with management & employees.
- Should be independently motivated and schedule-driven with a proven history of successful coordination and meeting deadlines and have a flexible schedule.
- Smart and Hardworking.
- Flexible and mature approach with ability to work unsupervised.

Salary: Negotiable
Time of Deployment: Immediate
Employment Status: Full-time
Compensation & Other Benefits: As per organization policy

Application Procedures	Address:
Qualified candidates are requested to send their completed CV along with all a forwarding letter, copies of educational & training certificates, 02 copies of passport size photographs and send to the mentioned address by **10 July, 2025**. ------------------------- **Michael John Gomes** **Secretary - The CCCU Ltd., Dhaka**	**Chief Executive Officer** **The Christian Co-operative Credit** **Union Limited, Dhaka** Rev. Fr. Charles J. Young Bhaban, 173/1/A Tejturi Bazar, Tejgaon, Dhaka – 1215, Tel: 9123764, 9139901-2 http://www.cccul.com/
The position applied for should be written on top right corner.	

বিপ্র/১৩৫/২৫

Job Circular

The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Ltd. is looking for qualified candidates with proven experience in the hotel and hospitality management industry for the following positions. These roles demand leadership, strategic planning, and a passion, who will be responsible for sales and marketing activities for Neer Resort and Restaurant, Shantir Neer and Neer Theme Park Project.

Sl. No.	Position Title	Number of Vacancies	Educational & Other Qualifications
1	Operation Manager	**1**	• Master's degree in Hospitality Management, Business Administration. • 5-10 years of managerial experience managing resort or restaurant operations. • Strong understanding of hospitality services including accommodation, food & beverage, and guest relations • Proven leadership and team-building skills. • Excellent communication and interpersonal abilities • Manage daily resort functions across all departments, ensuring smooth service delivery and quality standards. • Assist in budgeting, monitor expenses, and improve profitability with cost control strategies. • Resolve feedback/issues, maintain service excellence, and enhance guest satisfaction. • Guide staff, conduct reviews, and foster a culture of teamwork and high service standards.
2	Manager, Sales & Marketing	1	• Master's degree in Marketing, Business Administration, or Hospitality Management • 5–10 years of proven managerial experience in sales and marketing, ideally in the hospitality or tourism sector. • Strong leadership, communication, and team handling skills. • Deep understanding of sales and marketing principles, with a special focus on modern digital trends. • Hands-on experience with marketing analytics tools and Microsoft Office Suite. • Creative and strategic thinker with a flair for innovative campaign development. • Excellent negotiation, presentation, and relationship management abilities.
3	Asst. Manager/Sr. Executive/Executive, Sales and Marketing	5	• Bachelor's degree in Marketing, Business, or Hospitality Management (Master's preferred for Asst. Manager). • 3–5 years of experience in sales and marketing (hospitality sector preferred). • Strong communication, negotiation, and client relationship skills. • Knowledge of digital marketing, social media, and OTA platforms. • Proficient in MS Office; CRM tools experience is a plus. • Target-driven, organized, and able to work under pressure. • Willing to travel and work flexible hours as needed. • Fluent in Bangla and English.

Benefits: Competitive salary, accommodation, meals (if applicable), and other organization benefits.

If you meet the qualifications and interest to join our team, kindly submit your updated CV along with cover letter to **career@mcchsl.org before 15 July 2025** or you may drop your CV to our Head Office - HR Department mentioning the position.

James D Rozario
Director, Finance and Administration
The Metropolitan Christian Co-operative Housing Society Ltd.

বিজ্ঞ/১৩৬/২৫

সপ্তম মৃত্যুবার্ষিকী

তোমার জন্ম, তোমার কর্ম ও তোমার মৃত্যু সব কিছুই প্রেমময় ঈশ্বর স্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলেছেন আমাদের সবার অন্তরে। যিশুর দৃশ্যমান প্রতিনিধি হয়ে যাজকত্ব বরণের মধ্যদিয়ে একজন বাণী প্রচারক হিসেবে তুমি তোমার জীবন উৎসর্গ করেছিলে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে। যিশুর ও ভক্তদের প্রতি তুমি যে অপরিসীম ভালোবাসার নিদর্শন রেখে গিয়েছ তা আজ আমরা আমাদের পরিবারে তোমার অনুপস্থিতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। তোমার ঐশরাজ্যে চিরকালীন যাত্রায় আজ পাঁচটি বছর হয়ে গেল। তোমার বিদায় বেলায় তোমার কষ্টগাঁথা জীবনের কথা আমরা কোনদিন ভুলবো না। তোমার ধৈর্য, তোমার প্রার্থনা, তোমার শক্তি ও সাহসিকতার মনোবল, তোমার প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালেবাসা ও সবার সম্মিলিত প্রার্থনার গুণে তোমার শেষের দিনগুলোতে তোমাকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যা সত্যিই আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। আমরা প্রার্থনা করি, প্রভু যিশু যেন স্বর্গরাজ্যেও তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে তোমায় স্থান দেন। আমাদের জন্যেও ঈশ্বরের প্রেমাশীর্বাদ বর্ষণ করো যেন বাকি জীবন পরিবার, সমাজ এবং মণ্ডলীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভালোবাসাপূর্ণ জীবন উৎসর্গ করে যেতে পারি।

তোমারই স্মরণে আজ শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞতার অন্তরে প্রভু যিশুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং মণ্ডলীর প্রতি জানাই পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

প্রয়াত ফাদার শ্যামল লরেন্স রেগো
জন্ম: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
যাজক অভিষেক: ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
যাজকীয় রজত জয়ন্তী: ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারবর্গ
গ্রাম : ভুরুলিয়া, পো:অ: নাগরী, থানা: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

বিজ্ঞ/১৩৪/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,
আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ২৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪৫
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ২১

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 21

Regd. No. DA-33

✦ 29 June - 5 July 2025, ১৫ - ২১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

বের হয়েছে নতুন কিছু বই -

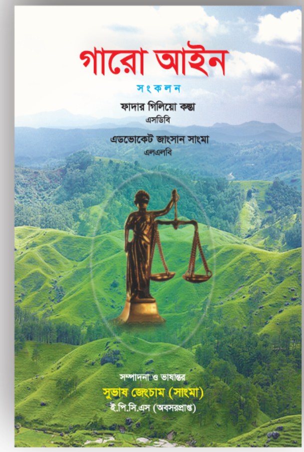

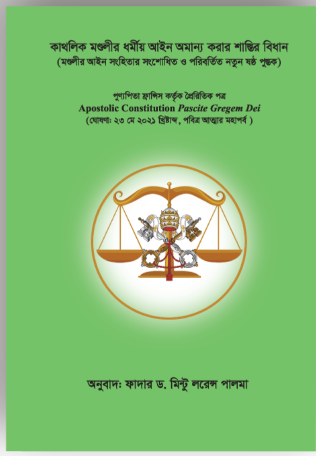

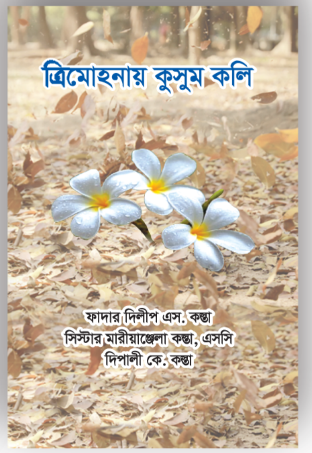

জীবন উপযোগী বইগুলো পড়ুন ও ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করুন । বইগুলোর প্রাপ্তিস্থান আপনার হাতের নাগালেই ।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

পাওয়া যাচ্ছে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠান 'প্রতিবেশী প্রকাশনী'তে দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান, ক্রুশ, মেডেল, বড়দিনের কার্ড, গোশালা ঘর। এছাড়াও রয়েছে খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন মূল্যবান বই। অতি শীঘ্রই যোগাযোগ করুন এবং অর্ডার দিন।

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

-যোগাযোগের ঠিকানা -

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org